যে কথা যায় না বলা

সে কথা কোথায় নিত্য বাজে?

সফিকুল ইসলাম

মানুষ অনেক কথা মুখ ফুটে বলে না, পারিবারিক. রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অনুশাসন বা নানান পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে। মানুষ না-বললেও মানুষের মনে কথাগুলো বাজে, হৃদয়ে অনুরণন হয়। ঘর বা পরিবারের কথা হোক, রাষ্ট্র বা সমাজের কথা হোক, পরিবেশ বা ধর্মের কথা হোক, ব্যক্তিগত প্রেমের কথা হোক, কিংবা নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা হোক। আমরা অনেক কথা বলি না। অথচ কথাগুলো আমাদের ভেতরে অনবরত ঢেউ খেলতে থাকে। বইয়ের কবিতাগুলোও সেরকম—সব কথা, যা আমরা সচরাচর বলি না; কিন্তু আমাদের মননে-মগজে এসব কথা খই ফুটতে থাকে, হাতুড়ি পেটানোর মতো দ্রিম দ্রিম মাথায় বাজতে থাকে। সেসব অনুভূতিই নানান রূপক শব্দ বা গল্পে, কল্পনার ফানুসে, ছন্দের খেলায় উঠে এসেছে কবিতাগুলোতে।

আগামী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৮ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক

ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : +৮৮০২২২৩৩৫৯৭২৫, +৮৮০১৭৯০৫৮৬৩৬২

প্রচ্ছদ

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

মুদ্রণ

স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/4 শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য ॥ ২০০.০০ টাকা

Shafiqul Islam
Je Kotha Jai Na Bola
Se Kotha Kothay Nitto Baje

First Print : Falgun 1428 BE, February 2022

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone : +8802223359725, 01790586362
info@agameeprakashani-bd.com
agameebooksbd@gmail.com
www.agameeprakashani-bd.com

Price: Tk 200.00 Only

ISBN 978 984 04 2856 4

উৎসর্গ

জীবনের মন্দায়, অসময়ে, দুর্দশায়, বঞ্চনায়, অসহায়ত্বে ও নিঃসঙ্গতায় যারা স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, হাত বাড়িয়ে, উৎসাহ দিয়ে, প্রশংসা করে আমার মনোবল ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রসারিত করেছেন। তাঁদের সকলকে।

সূচিপত্র

বিদ্রোহীর বিষ ॥ ৯
আমি নরকেই যাব ॥ ১০
ধাঁধায় চিত্ত ॥ ১২
কল্পনারী ॥ ১৪
বর্গির কবলে ॥ ১৫
উল্টোরথে ॥ ১৬
ফাঁদের উছিলা ॥ ১৭
সীমা ॥ ১৮
গহিনে যার বাস ॥ ১৯
একাকিত্ব ॥ ২০
শূন্যতা ॥ ২১
সার্থক জুটি ॥ ২২
ভাবের বাঁকে ॥ ২৪
জোড়া লাগে না ॥ ২৬
প্রতিবেশী ॥ ২৮
মারফতি ভাব ॥ ৩৩
সময়ের অবুঝ ॥ ৩৪
কোথাও নেই আমি ॥ ৩৬
নীরবতা ॥ ৩৮
পরম শান্তি ॥ ৪০
কেমন জীবন চাই? ॥ ৪১
খোয়াব ॥ ৪২
পাগলের প্রেম ॥ ৪৩
চোখ ॥ ৪৫
অস্বচ্ছ ॥ ৪৭
অনুমান ॥ ৪৮
যাহ! ॥ ৪৯
বধূরা বলছি ॥ ৫১
বোঝা না বোঝা ॥ ৫৩
লজ্জা ॥ ৫৪
কবিতার ব্যবচ্ছেদ ॥ ৫৬
খোলসবদল ॥ ৫৭
বিদীর্ণ হৃদয় ॥ ৫৮
ত্রাণকর্তা ॥ ৫৯
শরম ॥ ৬০
উষ্ণতার মুহূর্তে ॥ ৬১
যদি এমন হতো ॥ ৬২
মান-অভিমান ॥ ৬৪
হৃদয়ে খোদাই করা প্রেম ॥ ৬৬
ব্রেইন ওয়াশ ॥ ৬৮
লড়াই ॥ ৬৯
বিপ্রতীপ শংসা ॥ ৭০
নিজের মুখোমুখি ॥ ৭২
সত্য ॥ ৭৩
আমিই জীবন ॥ ৭৪
জানালা ॥ ৭৫
প্রিয় তুমি ॥ ৭৬
রাজাকার ॥ ৭৭
সংসার করি ॥ ৭৮

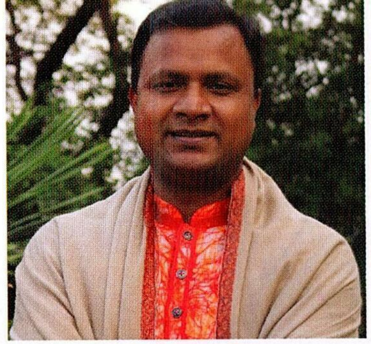

কবি সফিকুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার বাদৈর গ্রামের সন্তান। ১৯৭৮ সালে তিনি তার মাতুলালয় ভল্লবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং-এ বিবিএ ও এমবিএ করেন। জাপানের কোবে ইউনিভার্সিটি থেকে এমফিল ও অস্ট্রেলিয়া থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পিএইচডি করেন। গ্রাম ও শহরে বসবাস, দেশ ও বিদেশে অধ্যয়ন, ও বিসিএস প্রশাসনে জেলা-উপজেলায় অভিজ্ঞতায় কবি পেয়েছেন বহুমাত্রিক জীবনের অনুষঙ্গ। ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর বহু বাঁকের জীবন কবির। দ্বান্দ্বিকতা, সংশয় ও বৈপরীত্যপূর্ণ মানুষ ও পরিবেশ তাঁর হৃদয়কে নানাভাবে বিদীর্ণ করেছে। অনুরণিত হয়েছে তাঁর মনোজগৎ, যার ছাপ কবিতায় স্পষ্ট।

জাতীয় পত্রিকায় নানান সময়ে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হলেও এটিই প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই। তাঁর কবিতার কাঠামোতে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। প্রতিটি কবিতাই যেন একটি দৃশ্যকল্প, যা যেকোনো পাঠকের মর্মে পৌঁছাতে সক্ষম। কবিতায় হৃদয়গ্রাহী কল্পিত গল্পের বাঁক ও আকস্মিকতায় পাঠককে বিমূঢ় হতে হয়। বিষয় নির্বাচনে কবির বিচিত্রতা খুবই বাস্তবমুখী; যেন দেশ, সমাজ ও পরিবারের সব মানুষের গহিন অনুভূতিকে এক সূত্রে গেঁথে প্রকাশ করেন শিল্পীর তুলিতে। শব্দ, ভাষা ও গল্পকে একসঙ্গে গেঁথে ধনুকের বাঁকের মতো কবিতায় রূপ দেন অনায়াসে।

প্রচ্ছদ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

বিদ্রোহীর বিষ

সারাক্ষণ ঘুমাই শুধু, আলাভোলা বুদ্ধিহীনের মতো
হাবাগোবার মতো, কুম্ভকর্ণের মতো।
না ঘুমিয়ে উপায় কী? জেগে উঠলেই আমি বিদ্রোহী।
ধর্মওয়ালা বলে আমি ধর্মহীন, রাষ্ট্রওয়ালা বলে আমি রাষ্ট্রবিরোধী
পুঁজিওয়ালা বলে পুঁজিবিরোধী, শান্তিওয়ালা বলে আমি অশান্তিকামী
মেজরিটি বলে মাইনরিটি, মাইনরিটি বলে আমি মেজরিটি
সমাজ বলে সমাজচ্যুত, পরিবার বলে আমি ত্যাজ্যপুত্র।
তাই আমি ঘুমাচ্ছি, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাই
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির ঘুম, বর্গিদের জাদুটোনার ঘুম
হ্যামিলনের বাঁশির সুরে সুরে হাজার
আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির স্বপ্নে বিভোর ঘুম
পরে, চির ঘুম ঘুমাতেই আমি
জেনে শুনে বিষ খাই, হেমলক বিষ
গণতন্ত্র নামে বাহুবলী বিষ, আলোর নামে অন্ধকারের বিষ
দেশপ্রেমের নামে দেশদ্রোহের বিষ, ধর্মের নামে অধর্ম বিষ
জনস্বার্থের নামে স্বার্থের বিষ, বিনয়ের নামে দম্ভের বিষ
মানবাধিকার নামে ঠকানোর বিষ, শান্তির নামের অশান্তির বিষ
বিষ খেতে খেতে আকণ্ঠ আমি মরতেই বসি।
যাবার সময় হয়েছে আমার
হয়তো মানব তৈরি এ নরক থেকে
ওপরের জাহান্নাম অনেক সহনীয় হবে।
কিন্তু হায়! কী হলো আমার!
এত বিষ খেয়েও যাইনি ওপার!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিষ, বিষে বিষ ক্ষয়
আমি মরেছি, আমার ভাবনা মরেনি
আত্মা মরেনি, চিন্তা মরেনি, স্বপ্ন মরেনি, বিপ্লব মরেনি

আলো জ্বেলে করবে দূর আঁধার রজনি।

আমি নরকেই যাব

কাকডাকা ভোরে ঘুমে, বিছানায় জবুথবু আমি
শয়তান মোলায়েম হাত বুলায় আমার দেহে
প্রার্থনা করবার তরে ওঠার চেষ্টা বৃথা যায়।
ঘুমিয়ে আবার স্বপ্নে হারাই আবছা কী সব দেখি
দেখি উড়তে উড়তে সপ্তাকাশের উপরে আমি
স্বর্গ ও নরকের মাঝে। দ্বাররক্ষীর বাধা। আমি থামি
বলা হলো স্বর্গ বা নরকে যেথায় খুশি যেতে পারো।
তবে একটা শর্ত আছে। স্বর্গে গেলেও তোমাকে সেবার
জন্য নয়জন স্বর্গসেবক বেছে নিতে হবে।
কুড়িজন থেকে নয়জন। আমি খুব খুশি
স্বর্গেও যাব, সেবার জন্য স্বর্গসেবক মুফতেও পাব।
বললাম দারোয়ানকে, চলুন কুড়িজন দেখি।
বেছে নিই। কুড়ি প্রার্থী লাইনে দাঁড়ায়ে
তাদের গলায় ঝুলে আছে যোগ্যতা অভিজ্ঞতা লেখা।
গণতন্ত্র ও নির্বাচনের নিয়ম মেনেই চলি
আমি প্রত্যেকের নিকট যাই, গলায় ঝোলানো অভিজ্ঞতা পড়ি।
চক্ষু চড়কগাছ হলো অভাগা আমার! দেখি
একজন তিরিশ বছর ধরে বড়ো অফিসের
সিবিএর নেতা, ত্রিশ কোটি টাকার মালিক। পাশে
অন্যজনের নামে চুরি-ডাকাতির নয়টি মামলা, পরের
জন বোমাবাজ, তারপরেই মাদক সম্রাট। পরে
গার্মেন্টস জুট চাঁদাবাজ, তারপরে বখাটে যে
কিছুই না করে শতকোটি টাকার মালিক। আরও
দেখি দালাল ও গাঞ্জুটি, পঁয়ষট্টি খুনের আসামি দেখে
সামনে আগাই। চোখ বড়ো হয়। আবারও আগাই।
চোখ বড়ো হয়। বড়ো হতে হতে পুরো শরীর আমার চোখে
পরিণত হয়। গোল বল যেরকম। সাথে রাগে
আগুন জ্বলতে থাকে। বিশাল ফুটবলের মতো

চোখ থেকে আগুন বেরোতে থাকে। সঙ্গে তীব্র
ধোঁয়া। হঠাৎ দারোয়ানকে বলি আমি স্বর্গে যাব না। না।
আমি নরকেই যাব। নরকের আগুনের সাথে
আমার চোখের আগুনের একখানা মোলাকাত
হয়ে যাক। নরকের আগুন ও আমার প্রতিবাদের
আগুনের যুদ্ধ নিয়ে মহাকাব্য রচিত হোক।
সে যুদ্ধের দামামায় আমার গভীর ঘুম ভাঙে
আমি স্বগতোক্তি করি
স্বর্গের ভরসায় জ্বালা কেনার চাইতে নরকে যাওয়া ভালো।

ধাঁধায় চিত্ত

টিয়া পাখিটার লাল ঠোঁট দেখে
প্রেমে সাঁতার কেটেছিলাম
আহাহা কী বাঁকা নজরকাড়া!
পরে কবুতরের নরম তুলতুলে
গোলাপি পা দেখলে আমার কেমন যেন
হাঁসফাঁস লাগত। ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে
কী অবাক ভাব বিনিময়! মনে হতো
ওই সুন্দর পদযুগলে গভীর চুম্বন খেতে
আমি অনেক দূর যেতে পারি।
দিন যায়, আমি সব ভুলে যাই। পরে
সাদা বক ভালো লাগে আমার।
লম্বা সাদাটে বক দেখলেই আমি
আবেগে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ি।
সাদা বক নিয়ে থাকতে থাকতে
আমার এখন সাদা ভালো লাগে না।
তাই রোদে পোড়া কালো তেলতেলে
রাজার ঘোড়ার প্রতি অনুরাগী হই।
ক্যাটওয়াক-হারমানা কামুক হাঁটা!
এ মোহও টিকে নাই বেশিদিন
এখন একটি মাত্র গুণের শোভা
আর মনে ধরে না তেমন। তাই
ময়ূরের প্রতি জেগে ওঠে প্রেম।
যার আছে সব রঙ। কত অপরূপ
দেখি বিস্ময়ে দুনয়ন ভরে, হারাই নিজেকে।
কিছুদিন যেতে না যেতেই ঘোর কাটে
কেবলই ভাবনা হয় এত রঙের সমাহার
দৃষ্টিকটু বিরক্তিকর।
চাই রংহীন কেউ। যার কোনও রং নেই।
রংহীন জীবন ও জীবনহীন রঙের

গোলকধাঁধার ফাঁদে পড়ে, জীবনটাই মরণ এখন।

কল্পনারী

তার সাথে হাজার টানাপোড়েন চলছে তোমার তাই
করুণার ভানে ছলে অভিসারে
মজা নিতে মজেছি তোমাতে, ব্যাপারটা তেমন নয়।
কাক হয়ে কোকিলের ডিম তা দেওয়া কভু নয়
এর আগে তোমাদের রসায়ন দেখে
ঈর্ষায় জ্বলে লালায়িত হয়েছি তেমন পরকীয়াও নয়।
তারও অনেককাল আগে তোমার আমার দেখা
যদি ভেবে থাকো প্রথম দেখার দিনে লোভাতুর হয়ে
চেয়েছি সেটাও ভুল হবে। এর কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে
যখন আমার দুরন্ত কৈশোর ধাবমান তখন
দিনমান ঘুরতাম আর রাতজুড়ে স্বপনও দেখতাম।
মার গল্পের রাজকন্যা, আমার কল্পনার পরিটা, সাদা গাউনপরা স্বপ্ননারী যে
কিনা
আসমান থেকে চাঁদনী রাইতে টুপ করে নেমে আসত।
জানালার ফাঁকে হুড়হুড় করে এসে বসত আমার বিছানায়।
সেই কাঁচা হলুদিয়া রং, ট্যাপ খাওয়া টিকোলো নাক
টোল পড়া গালের মিষ্টি হাসি, ঘরজুড়ে মেশক আম্বরের সুগন্ধি
কালো চোখের গভীরে, হারিয়ে যেতাম খেয়ালে
ঘুম ভাঙতে আসত অজস্র নিশিরাতে
তার সাথে তোমার অবাক এমন মিল।
সেই কৈশোর-যৌবন ত্রিশ পেরিয়ে এখনও
হাজারো ভাবনা বা কল্পনায় ছবি আঁকি
শত আকাঙ্ক্ষিত নারী সেই তুমি এলে।
অপ্সরীরা এমনি করে, সময়ক্ষেপণ করে
শত হাত ঘুরে ভালোবাসার নিকট আসে।
আবার ভালোবাসার হাতে থেকে লাখো প্রাণে ঘোরে।

বর্গির কবলে

বর্গিরা ঘুম পাড়িয়েছে
গণতন্ত্রের মন্ত্র পড়ে, অধিকারের তসবি জপে।
ধর্মের তন্ত্র পড়ে, স্বর্গের লোভ দেখিয়ে।
বর্গিরা ঘুম পাড়িয়েছে
মানবাধিকারের ফুঁ দিয়ে, শান্তির জাদুটোনায়
টেলিভিশন রেডিও দিয়ে, ফেসবুকের মজমা দিয়ে
উন্নয়নের কথা বলে, ইট-পাথরের খেলা খেলে।
বর্গিরা ঘুম পাড়িয়েছে
ধর্মের দোহাই দিয়ে , উগ্রতায় মগজ ধুয়ে
শিল্পীর সুর দিয়ে, বাউলের ভান দিয়ে।
সবাই দেখছি ঘুমায়, উপুড় হয়ে ঘুমায়
নাক ডেকে ঘুমায়, লালায় বালিশ ভিজিয়ে ঘুমায়।
এর মাঝে কেউ কেউ জেগে ওঠে, হাঁকডাক দিয়ে চারপাশ তোলে জাগিয়ে
দূরদূরান্ত আলোকছটায় ভরে দেয়; আর তা দেখে
বর্গিরা ছ্যা ছ্যা করে, বিষবাষ্পে সবই ঢেকে দেয়।
ধ্বংস, গণহত্যা চালায়, ফাঁসি দেয়, আত্মঘাতী হামলা করে।
বর্গিরা আবার ঘুম পাড়ায়।
ভাড়া করা চলচ্চিত্র দিয়ে ঘুম পাড়ায়,
মাজা ভাঙা বুদ্ধিজীবী দিয়ে ঘুম পাড়ায়
জ্বিহুজুর সংবাদপত্র দিয়ে, আগডুম টেক্সটবুক দিয়ে
কড়ি কেনা কবি দিয়ে, লোভাতুর আলেম দিয়ে
ভাড়া করা উকিল-আমলা-কাজি দিয়েও ঘুম পাড়ায়।
সবে থাকে ঘুমে, বর্গি অট্টহেসে ছোটে।
আলো আসে কমে আঁধার, আঁধার এলে আলো যায়
রূপকথার সেই ট্র্যাজেডির মতো বর্গি কেবল খেলে যায়।

উল্টোরথে

থামতে গিয়ে চলি
হুহু বুকে কান্না চেপে
হাহা করে হাসি।

চলতে গিয়ে থামি
লড়াই করার ইচ্ছে চেপে
দন্ত কামড়ে থাকি।

না মেনেও মানি
ধর্ম রাষ্ট্র পাশে রেখে
ইতস্তত হাঁটি।

কেবল চুপসে থাকি
অনলপোড়া হৃদয়টাকে
ছাই বানিয়ে ফুঁ দিই।

সবার সাথে মিশি
নিজের সাথে নিজে নিজে
মল্লযুদ্ধ করি।

বিবেক হয় আনাড়ি
মরার আগেই মরতে মরতে
প্রাণ যায় আমারই।

ফাঁদের উছিলা
শকুনের দুনিয়ায় শান্তিচুক্তি নেই, সংঘও নেই
পরামর্শক দল নেই, তদন্ত দল নেই, স্থায়ী কমিটিও নেই। তাই এসবে
ভর করে শকুনেরা হাজার হাজার বন দখল করে না।

ছাগলদের জগতে সংবিধান রাখে না, আইনও নেই
নাগরিক অধিকার নেই, ছাগলাধিকার নেই।
তাই ছাগলাধিকারের উছিলা করে
হাজারে হাজারে ছাগল মারে না।

বাঘদের দুনিয়ায় বিজ্ঞান নেই, আবিষ্কারও নেই
অস্ত্রের উৎপাদন হয় না, বোম বানায় না, রাসায়নিকের ধার ধারে না
তাই নানা ফাঁদে বাঘেরা আপন গোত্র ধ্বংস করে না।

কাকদের সমাজে প্রেম নেই, জাতীয়তাবাদ নেই
মা ও মাটির প্রতি লোকদেখানো টান নেই, ভালোবাসা নেই।
তাই এসবের নামে কাকেরা হাজার কাকমাংস ভক্ষণ করে না।

গরুদের জগতে ধর্ম নেই, বাণী নেই
বই নেই, তত্ত্বও নেই, ধারণা রাখে না
তাই এসব দোহাই দিয়ে হাজারে হাজারে গোহত্যা করে না।

কিন্তু মানুষ দেশ, ধর্ম, সংবিধান, মানবাধিকার, আর বিজ্ঞানের নামে সব খেয়ে ফেলে,
স্বজাতি মানুষ কেবল নয়, সকল প্রাণীসহ, গোটা পৃথিবী খেয়ে হজম করে মানুষ,
তারপরে প্রাকৃতিক কর্ম সারে।
প্রাকৃতিক বর্জ্যে পৃথিবী ভরে ফেলে।
পরে সেখানেই বাস করে আর নিজেকে 'সৃষ্টির সেরা' দাবি করে।

সীমা

মন, তুমি সাম্প্রদায়িক না অসাম্প্রদায়িক সহজে কও
সীমার মধ্যে সীমা খুঁজে অসীমের তালাশ হয়?
বাটির জলে বসে পিঁপড়া সমুদ্রের কূল খোঁজে
সাগরে ডুবিয়া ফকির অনন্তের তল ভাবে।
সবাই মানুষ সবাই সমান এ তত্ত্ব যদি হয়
সকল সৃষ্টি সমান সমান এটিও তবে মিথ্যা নয়
জাতে পাতে বিভেদ দেখি সৃষ্টি থেকে অদ্যাবধি
ভিন গ্রহে থাকলেও কেউ, হবে হয়তো মোদের কেউ।
মানুষ মোরা সসীম বটে, যা জানি তাই সকল নয়
যা জানি তার বাইরেও আছে, লাখো হাজার রহস্য
যত জানি ততই ভাবি মোরা কত ক্ষুদ্রতম
ত্যাড়া চলনবলন মোদের সবই কত হাস্যকর।

৬ অক্টোবর ২০১৬, ব্রিসবেন

গহিনে যার বাস

তোমার সহিত দেখা নেই, কথা নেই
সোশ্যাল ভেন্যুতে বাতচিত নেই
নেই খুদে বারতার চালাচালি।
ক্ষণ যায়, দিন যায়, মাস গিয়ে বছর আয়
তুমি ধরে নিয়েছো যে বৃশ্চিক খামখেয়ালির রাশি
তার সাথে সবকিছুই বিজলি চমক জগাখিচুড়ি
এই আসে এই যায়, কারণ ছাড়াই সে হারায়
তাই সম্পর্কের সুপ্রশস্ত দরজায় খিল দিয়ে
জাপানিজ তালা দিয়ে জাহান্নামের প্রহরী বসিয়ে দিয়েছ।
শামুক আমি খোলস থেকে মুখ বের করে হাসি।
তুমি ঠিকই ধরেছো, আমি সব ভুলে গিয়েছি
ভ্রমণে থাকি সি-বিচে বনে, হাসি খেলায় ফুর্তি চলে
তবে সমুদ্রের ঢেউয়ের হুহু আওয়াজের সাথে আমার ভেতরেও
হুহু আওয়াজ করে কার জন্য তা জানি না।
বাসে ট্রামে পার্কে নৌকায় শতমুখে কার মুখ খুঁজি,
মিল পেয়ে কেঁপে উঠি কেন তাও জানি না।
চাঁদের আলোয় হাঁটাকালে যে অপ্সরী হাঁটে সে কি কেবলই ছায়া!
ঠাহর করতে পারি না।
বায়ান্ন তাসের কার্ড খেলায় ট্রাম ম্যারিজ ভুলে কার কথা ভেবে
আনমনে হারাই সেও অজানা।
তোমারে চিনতে গিয়ে আজ আমি আমারেই চিনি না!

একাকিত্ব

তন্নতন্ন করে খুঁজি কোথাও যে নেই কেউ
বুকের ভেতর হু হু করে উথাল-পাথাল ঢেউ

আমি তুমি পাশাপাশি দিবানিশি বসি
মন ঘোরে দুই গ্রহে মঙ্গল আর শনি।

চারপাশে শত লোকের শোরগোলে থাকি
নীরবে আপনারে শূন্য দিয়ে ঢাকি।

কানের পাশে হাজার বেণু রিনরিন বাঝে
হৃদয়কর্ণ নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

দৃষ্টিসীমায় কত রঙিন গল্প বয়ে যায়
দৃষ্টিখানি উদাস হয়ে দেখিতে না পায়।

মানুষ আমি একা একা ভুল করে যাই
অসীম যিনি হাসে খেলে আপন মহিমায়।

নিজের ভেতর একাকিত্ব অনুভব করি
সকল নিয়ে হাসি খেলার অভিনয়ে মজি।

সকল নিয়ে থাকি মোরা সব নিয়ে বাঁচি
সকলেই ভেতর থেকে সকলেরই ফাঁকি।

শূন্যতা

পৃথিবী নামক মাটির উপর দাঁড়িয়ে দেখি
পায়ের নিচে মাটি নেই।

প্রেমের সাগরে ডুব দিয়ে দেখি
গহ্বর আছে, প্রেম নেই।

প্রাচুর্যের শীর্ষে পৌঁছে অনেকে অবাক
ওখানে প্রাচুর্যের চরম অভাব।

পূর্ণতার সহিত সাক্ষাতে গিয়ে জানলাম
নিদারুণ সে কতটা রিক্ত!

মুক্তিকে পেয়ে হাসির রোশনাই মিলিয়ে যেতেই
দেখি কত ফাঁদে বন্দি আমি।

চেনা মানুষটির চেনা মুখ যখন পূর্ণ চেনা
তখনই দেখি তার স্বরূপ অচেনা

অপ্সরীর সুন্দরে না দিলে ঝাঁপ
কেউ দেখে না তার কুৎসিত বাঁক।

দেখি শূন্যতাই পূর্ণতা, আবার পূর্ণতাই শূন্যতা, তাই
শূন্যকেই করি সদা, জেনেশুনে জীবনের পূর্ণতা।

সার্থক জুটি

তুমি অনর্গল কথা বলে যাও, যেন অনলবর্ষী বক্তা
কিংবা টিয়া ময়না তোতা।
আমি কেবল মন দিয়ে শুনি, হুঁ হ্যাঁ করি
তোমার কথায় খয়রাল দিই পূর্ণ মনোযোগে বা আনমনে।
আমি কথা খুব কম বলি, শুনি বেশি। আর
তুমি খুব বেশি বলো, আমাকে খুব একটা বলতে হয় না।
কথা বলার জন্য এরকম সার্থক জুটি পৃথিবীতে খুব কম।
এভাবেই আমাদের মাস কেটেছে, বছর আর যুগ কেটেছে।
ইদানীং তোমার খুব আক্ষেপ
আমি কেন কথা বলি না। কেন খুব কম বলি। তোমার অভিযোগ
রাজ্যের সবার সাথে কথা বলতে পারি,
মঞ্চে বক্তৃতায়, ট্রেনিংয়ের ক্লাসে কিংবা বিধাতার সাথে দোয়ায়। এমনকি
নদীর দিকে তাকিয়েও আমি বিড়বিড় করতে পারি।
কেবল তোমার সামনেই আমি যেন বোবা। আচ্ছা
আমিও যদি তোমার মতো লাগামহীন বলতে শুরু করি
তবে শুনবে কে? তখন তো হাউকাউ আর ঝগড়া হবে!
লঙ্কাকাণ্ড হবে ঘরে, প্রলয়ের শহর হবে বাড়িতে
এর চাইতে তুমি বলো, আমি শুনি এটাই কি ভালো না?
তুমি কি জানো একজন মনোযোগী শ্রোতা পাওয়া কত সৌভাগ্যের বিষয়!
তুমি দিনের পর দিন কথা বলে যাবে, আর আমি কেবল শুনে যাব,
এভাবেই তোমার মুখরতায় আমার নীরবতায় আমাদের ভালোবাসা
পর্বত ন্যায় মহিরুহ হয়ে আবির্ভাব হবে। ভালোবাসার সেই পাহাড়ে
তুমি আর আমি বসে থাকব, হাওয়া খাব, আকাশের তারা গুনব, সাগরের
ঢেউ গুনব।
কার গণনায় ভুল আছে এ নিয়ে তুমি প্রশ্ন তুলবে, ঝগড়া বাধাতে চেষ্টা করবে।
আমার মৃদু হাসি আর নীরবতা দিয়ে সেই ঝগড়াকে আর বাড়তে দেবো
না।
তখন তোমার মনে হবে কী পানসে ভালোবাসা!

কোনও উত্তেজনা নেই, রাগ নেই, চিৎকার-চেঁচামেচি নেই। ধ্যাত্তেরি!
আসলে প্রতিটি প্রেমই এক পর্যায়ে এইরকম এক একটি ধ্যাত্তেরি! আর
ধ্যাত্তেরিকা আছে বলেই প্রেমের এত মজা!

ভাবের বাঁকে

আমি রীতিমতো পুরোদস্তুর সংসারী
তাই তো, বোহেমিয়ান মন আমার প্রতি রাতে
বেরিয়ে যেতে চায় যেদিকে দু'চোখ যায়।

আমি খুব সুখে আছি
কারণ, আমি এখনও দুঃখ পাই।

আমি খুবই বুদ্ধিমান আছি
এ কারণে, মাঝে মাঝে আমার বোকামি হয়ে যায়।

আমি ধনে জনে প্রাচুর্যে ভেসে বেড়াই
তাই, বুকের ভেতরে তীব্র অভাব টের পাই।

আমি নিজেকে আল্লামা ভাবি
তাই, হামেশা অজ্ঞতায় বিমূঢ় হই।

তারে আমি খুব ভালোবাসি
তাই, তারে মাঝে মাঝে ঘৃণা করি।

সাজানো-গোছানো পরিপাটি পছন্দ করি
তাই, প্রায়ই আমার অগোছালো স্বভাব বেরিয়ে পড়ে।

আমি খুব ভালো আছি।
তার প্রমাণ,
আমি এখনও কাঁদতে পারি।

মে ২০১৭, ব্রিসবেন

জোড়া লাগে না

আপনারা এলেন
আমার তিলে তিলে গড়া
দোচালা ঘর ভেঙে দিলেন।
ভেঙে দিলেন ঘরে যা ছিল
সব তছনছ করে।
দাদার স্মৃতির হুক্কা, দাদুর হাতবালা যা
মাকে আদর করে দিয়েছিল সব।
বোনের বিয়ের আংটি, ছোটো রানুর সাজিয়ে রাখা
শাড়ি পরানো পুতুল
সব পুড়িয়ে দিলেন, একে একে সব।
আগুনের লেলিহানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
পুড়ে ছাই হয়ে গেল।
আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাষা-বিলাপ
স্বপ্ন-স্মৃতি কিচ্ছু বাকি নেই।
আপনারা ক্ষমতাধর, আপনারা লাঠিয়াল
আপনারা কোটিপতি, আপনারা রাজনীতি
আপনারা অর্থনীতি, আপনারা ধর্মপতি।
আপনারাই সব।
শেষে ফের আপনারাই এলেন
ত্রাণকর্তা হয়ে।
নতুন টিন, নতুন বেড়া
নতুন বাঁশ, নতুন কাঠ
সব তকতকে-ঝকঝকে
ক্যামেরায় শাটারের শব্দে আপনাদের
হাসিমুখের ছবি ঝলমল করে।
নতুন গড়া ঘরের সামনে আমাদের
হাসি দিয়ে দাঁড়াতে বলেন
আমরাও বেকুবের মতো হাসির

ভাব করে দাঁড়াই।
আপনারা আমাদের হাসির সাথে
আমাদের হাসি মিলিয়ে ভাবেন
সব জোড়া লেগে গেছে।
আসলে কিছুই জোড়া লাগে নাই।
নতুন ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি
কিছুই জোড়া লাগে নাই।
আমাদের আশা, আমাদের ভাষা
আমাদের মাথা, আমাদের মনন
কাঠফাটা রোদের বিলের এঁটেল
মাটির মতো চৌচির হয়ে আছে।
আমাদের চিন্তা, আমাদের স্বপ্ন,
আমাদের হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে আছে।

আপনারা ধর্ষণ করেন, আপনারা শক্তিমান।
সালিশ করে আপোস করে সাফ করে
সসম্মানে অভিজাতে ঘুরে বেড়ান ।
সারাজীবন ধরে আমরা বেড়াই বয়ে
ঘরে-বাইরে, দুঃস্বপ্নে, জাগরণে।

আপনারা ভুল খবর, হলুদ সংবাদ ছাপেন
বড়ো করে প্রথম পাতায়, পাঠকের চোখ টাটায়।
পরে সংশোধনী দেন ছোট্ট করে
ভেতরের পাতায়, কারও চোখ যাতে দেখতে না পায়।
আপনাদের ব্যবসা আপনাদের কলম।
আমাদের মানসম্মান টলমলে
কচুপাতার পানির মতন।

প্রতিবেশী

যত কিছুই হোক
দুঃসময়ে সবার আগে থাকে,
মৃত্যুতে আর দুর্যোগে হয় অগ্রগামী।
সুখের দিনে হাসিতে, দুঃখের দিনে কাঁদাতে
প্রতিবেশী আগে
আবার উলটোটাও হয়!
দুঃখের মাঝে হাসাতে, সুখের মাঝে কাঁদাতে
জুড়ি মেলা ভার এদের সবখানে।

প্রতিবেশী সে-ই, যে কথায় কথায় নিন্দা করে
পরশ্রীকাতর হয়, কলহপ্রিয় হয়, কৃপণ হয়, বঞ্চক হয়,
অহম দেখায়, পেখম দেখায়, নিজেকে জাহির করে।
ভালো কাপড়, নতুন জুতা, সব দেখাবে
নিজের গুণকীর্তন পলে পলে করবে,
নানা ছুঁতোয় নানা বাহানায় নিজের বড়ত্ব
নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করবেই।
হাজার উপায়ে প্রতিবেশীকে জ্বালাবেই।
শুধু জ্বালাবে তা নয়, নিজেও জ্বলবে।
প্রতিবেশীর ছেলের ভালো ফলে, মেয়ের ভালো বিয়েতে
বাড়ির নতুন ডিজাইনে, গহনার নতুন ফ্যাশন দেখে।
নিজে নিজে জ্বলবে, আর পোড়বে।
পুড়ে পুড়ে গলে গলে পড়বে।
দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বায়ে চারপাশ গরম হবে।
কথাবার্তায়, পোশাকে-আশাকে, দান-দক্ষিণায়
সবকিছুই উপরে থাকা চাই।
প্রতিবেশী, আগুন নেভাতে সবার আগে আসে
আগুন জ্বালাতেও থাকে সবার আগে আগে!

কতকিছু নিয়ে যে প্রতিবেশীতে লাগে!

ঠিক সিঁকের পাতিলের ঠুক লাগার মতো।
বাড়ির সীমানা নিয়ে; সীমানার বাড়ন্ত গাছ নিয়ে
গৃহপালিত পশুর অযাচিত পদচারণা
বাচ্চাদের নিত্যদিনের দুরন্তপনা
লাগালাগির শেষ নেই।
প্রতিবেশী দম্পতির মধ্যে বেশি প্রেম থাকলেও গায়ে লাগে
এসে হিংসার কষ্ট বায়ে, জ্বালিয়ে মারে।
প্রতিবেশীর সুন্দর টিকোলো নাক
গালের তিল, মোহনীয় গ্রীবা, টানা চাহনি
লম্বা গঠন, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, বড়ো চাকরি
কোনও কছুই বাদ যায় না
দুনিয়ার সব বোঝা যায়। কিন্তু প্রতিবেশী
কীসে খুশি আর কীসে বেজার বোঝা মহাদায়।
আমরা বন্ধু বানাই, আমরা শত্রু বানাই আর
প্রভু বানায় প্রতিবেশী। প্রভু কতজনের লাগি কতকিছু বানায়!
তবে হিংসা আর ঈর্ষা বানায় শুধু প্রতিবেশীদের জন্য।

প্রতিবেশী বাস করে শব্দের দ্যোতনায়,
বাক্যের ঝনঝনানি, প্রতারণায় প্রহসনে
প্রতিবেশী বিবিসির চাইতেও বড় প্রচারযন্ত্র।
যা-ই ঘটুক মুহূর্তে রাষ্ট্র করতে প্রতিবেশীর
তুলনা কেবল প্রতিবেশীই হতে পারে আর কেউ নয়।
এরই নাম প্রতিবেশী, যা দেয় নেয় তার বেশি, কিংবা
যা নেয়, দেয় তার বেশি।

প্রতিবেশীই সবচাইতে কাছে থাকে আবার
সবচাইতে দূরে থাকে।
এ প্রহেলিকা চলতেই থাকে।
এরই নাম প্রতিবেশী যাকে
জানালা খুললেই দেখা যায়

আবার দুরবিন দিয়েও বোঝা যায় না।
সবার হাসি দেখলেই ধরা যায়, কিন্তু
প্রতিবেশীর হাসি কভু কভু কেমিস্ট্রির
সূত্র থেকেও কঠিন হয়।

প্রতিবেশীরা সাধারণত এমন হয় যে,
তারা প্রতিবেশীকে অন্য কারও প্রতিবেশী হতে দেয় না।
যেমন স্বামীরা বউকে বয়ফ্রেন্ড বানাতে দেয় না সে রকম।
প্রতিবেশী এমন হয় যে,
কিছু নিতে গেলে দিতে চায় না, ছোট চোখে তাকায় আবার
কিছু দিতে গেলে নিতে চায় না, সন্দিগ্ধ হয়।
আবার ভালোবাসার ঢেউ যখন উপচে পড়ে
তখন সব দিয়ে দেয়, দিতে দিতে এমন দেওয়া দেয় যে,
দেওয়া-পাওয়া নিয়েই বছরবাদে তিক্ততা আর
তারও বাদে ঠুকে দেয় সম্পর্কের শেষ পেরেকটা!
প্রতিবেশীর ভালোবাসা ও ঈর্ষা এত দ্রুত ঘটে আর
পুনরাবৃত্তি হয় যে, বিজলি ঠাহর করা যায়, তবু
এ সম্পর্কের রকম ঠাহর করা যায় না।
প্রতিবেশী এমন যে বিয়েবাড়িকে মরাবাড়ি বানিয়ে দেয়
আবার মরাবাড়িকে বিয়েবাড়ি বানিয়ে দেয়।

প্রতিবেশী গড়ে দেয় শিশুদের গড়া, আবার
এদেরই খেলায় শিশু যায় গোল্লায়।
শিশুমনে প্রতিবেশী বিষয়ে ঘৃণার বাষ্প ছড়ায় বড়োরা
আবার সে বড়োরাই ছড়ায় শিশুমনে
প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার আভা।
শিশুচিত্ত পীড়িত হয়, অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনে
অসতর্ক নিষ্পেষণে, আহারে আহা।

বাস্তবের প্রতিবেশীর মতো অনলাইন প্রতিবেশীও রয়েছে

হিংসা, ঈর্ষা, ভালোবাসার নানান রঙের গুণাবলি।
সুযোগ পেলেই তারা দেখিয়ে দেয়, সম্পর্কের
লাল নীল দীপাবলি।
করে কল্যাণ কামনা, করে অভ্যর্থনা
বন্ধু হয়ে থেকে করে দৈনিক
স্মৃতি-বিস্মৃতির রচনা।
২০১৭, ব্রিসবেন

মারফতি ভাব

তোমার-আমার হয় না দেখা বহুদিন ধরে
নেই সুযোগ কাছাকাছি মুখোমুখি বসিবারে
দিনে-রাতে দেখা তবু তোমার সাথেই ঘটে
ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে চোখাচোখি চলে।
দৃষ্টিসীমার বাইরে মোরা যত দূরে যাই
শব্দ স্বভাব, গন্ধ ও ভাব সবই পেয়ে যাই।

তোমার আমার হয় না কথা বহুদিন হলো
কথাবার্তা সরাসরি সবই অচল হলো।
প্রতিক্ষণে তবু কথা মোদের ঠিকই চলে
চোখ টিপে হাসাহাসির সকল মধু ধরে।
শরম কথা ধর্ম কথা সব খুঁজে লই
মনের কথা প্রাণের কথা সব খুলে থুই।
রাগ করে গাল ফুলিয়ে চুপ করে থাকি
মনে মনে সকল কথা ঠিকই মোরা বলি।

বহু ক্রোশ দূরে মোরা থাকি দূরের দেশে
লাগালাগি ছোঁয়াছুঁয়ি পাই না যে পরশে।
চোখ মুদিলেই ছোঁয়া মেলে পাই যে আবেশে
সোহাগ চলে নিরবধি নিমেষে নিমেষে।
মারফতি ভাব করি মোরা যদিও থাকি দূরে
একসাথে থেকেও তা কয়জনেইবা করে!

সময়ের অবুঝ

বয়স যখন দশ, তখন
পাঁচ বছর বয়সের স্মৃতি ভেবে
একা একা হেসে উঠতাম।
অহেতুক কান্না আর বায়না ধরা
শিশুদের মতো কতটা অবুঝ ছিলাম!

বয়স যখন বিশের ঘরে, তখন
দশের ঘরের কাণ্ড মনে করে
আপন মনে হাসতাম।
কী বোকার হদ্দই না ছিলাম।
ত্রিশ পেরিয়ে যখন গেলাম, তখন
বিশের স্মৃতিতে অবাক হয়ে ভাবি
এও কী সম্ভব?
এত সরল ও অপরিণামদর্শী আমি
ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পথে হেঁটেছি কেবল
সবই দেখি ফাঁকি!

চল্লিশে পা দিয়েছি যখন, আমার
ভাবনা ঘুরে উলটো পথে তখন।
এত চিন্তা, প্ল্যান-পরিশ্রম করে গেলাম জীবনভর
বেলাশেষে সবই দেখি শূন্য কেবল পণ্ডশ্রম।

পঞ্চাশ-ষাটের শেষে, ভাবি বসে
জীবনের শান বাঁধানো ঘাটে
কীসের তরে বাজাই সকল স্বপ্নবীণ
এত শান-শওকত এত অর্জন সবই আজ
ম্লান আর অর্থহীন।

অগতির গতি হবে না কোথাও
তাই জীবনের গূঢ় নিয়ম
বিশ্বপতি দেখেন আর হাসেন
মানুষের খেলা আর ছেলেমানুষী ধরন।

শিশুসুলভ বোকামিটাই আসল সুন্দর ও শাশ্বত
বাকিসব কাজ কেবলই নকল যা করেছি অবিরত।

২৪ জুন ২০১৭, ব্রিসবেন

কোথাও নেই আমি

পরিবারের অনেকেই নিত্য খই ফুটিয়ে বলে
'সারাদিন বাসায় থাকো না, ঘরের বিষয় তুমি বুঝবা না।'
প্রেম প্রণয়ের কথা, বাজার সদাই তালিকা
প্রতিবেশীর বাহাস, জমিজিরাত, খোশগল্প আর
মধুর যত আলাপ সব থাকে আমার আড়ালে।
পেশা ও কাজের ব্যস্ততায় থাকি,
মনে মনে সারাদিন যাদের তরে খাটি
তাদের কাছেই ঘরে থেকে ঘরছাড়া আমি!

গ্রামের মোড়ল সুযোগ পেলে প্রায়ই বলে যে
'ফিবছর গ্রামে থাক না, গ্রামের বিষয় তুমি বুঝবে না'
বিয়েশাদি, খতনা পাতি, ধর্মীয় যত উৎসবে
মেলামেশা, খানাপিনা চলে আমি নেই কলরবে
ব্যবসা বা কাজে দূর শহরে থাকি
লক্ষ লোকের ঝামেলা মিটাই, লক্ষকে দিই বোঝ
আমি নাকি অবুঝ! মোড়ল বলে আমি নাকি অবোধ!
মনে মনে যাদের ভালোয় সদা ভাবনা করি
দুঃখ মোচনে কল্পনায় যাদের ছবি আঁকি
ঘামের পয়সা সুযোগ পেলেই হাত খুলে ছাড়ি
তাঁদের কাছেই গ্রামের ছেলে গ্রামছাড়া আমি!

দেশে লোকজন মিডিয়া কাঁপিয়ে প্রায়ই এ কথা বলে
'ফি বছর দেশে থাকো না, দেশ নিয়ে কথা বলবা না'
জীবিকার টানে রেমিট্যান্সের লাগি থাকি ভিনদেশে
চিনচিন মনটা আমার দেশের টানেই ভাসে
ঘাম ঝরা সকল ফসল দেশ নির্মাণে দিই, তবু
দেশের কাছে দেশের ছেলে তকমা পাই 'বিদেশি'!

সূর্য থেকে আলো নিয়ে চাঁদ হয়ে শেষে
সূর্য ভুলে যাও!
ঘরে গ্রামে শহরে দেশে দস্যুপনায় মজে
বসে তোমরা খাও।
নাটের গুরু তোমরা লুটে লুটে
আমার ন্যায্য অধিকারও লুটতে চাও?

নীরবতা

অনাদি গভীর নীরবতার ভারে
মনের ভাব সব ডুবে ডুবে মরে।
যে বোঝে আমার স্তব্ধ মৌনতা
বিশ্বাসে ভরে নেয় গূঢ় বারতা।

না দেখে তোমারে, দেখি তোমারে
কথা না বলে, সদা থাকি কথা বলে
বাক্যহীন আমার বাক্য হাওয়ায় দোলে
চারদিকে শত নিঃশব্দের শব্দে।

ক্ষান্ত আমি ক্লান্ত নহি ভ্রান্ত হবো নাকো
ঝড়ের পরের স্তব্ধ সেজে হারাবো না কোথাও
মৌন শোকের নিষ্ফল বিলাপ অস্ত যাবে যবে
নীরব নির্বাক গ্রহণ কেটে সূর্য উঠবে তবে।

তাকিয়ে আকাশ আহা নিমেষহারা
হাঁটুজলে মাথা ডুবে অদ্ভুত কথা
প্রশ্ন করি তারে গাঢ় নীরবতায়
অস্ফুট স্বরে 'শেষ তবে কোথা?'

বসে থাকি হেথা মজিনাকো কথায়
জনম জনম যায়, কাটে নীরবতায়।
ভুলেও দিই না কান সংসার বারতায়
চলে যাব একদিন মহানীরবতায়।

চারিদিকে ভেলকিবাজি শত গীতকথা
মাঝখানে ধ্যানে আমার চলে শুনসানতা
কথা বলে কী আর হবে, কথা মানেই পাপ

শত্রুর কথা ভুলে শেষে, মৌনতায় ভাব।

তৃষা নিয়ে বসে থাকি দিবানিশি বসে
নীরবতা পূর্ণ হবে কী জানি কীসে!
কথা না বলে যা হয় তাই তো কথা
কথা বলে যা হয় তা কথার কথা।

তোমার খুঁজে কত চিৎকার আমি করলাম
বেলাশেষে নীরবতায় তোমাকে পেলাম।
ইচ্ছে করেই তোমার সাথে চুপেচাপে থাকি
নীরবতা না বুঝলে কথা বুঝবে কি?

তুমি আমি মিলেমিশে যবে একাকার হই
বলো তুমি তখন মোরা কথা কি কই?
নীরবতায় সব পেলে কথায় কী কাজ?
ভান ধরা সঙ কাটি ভেঙে শরম লাজ।

বজ্রকণ্ঠে বিদ্রোহীর জ্বালাময়ী ভাষণ
তৈরি হতে লাগে হাজার নীরবতার কাফন।
লক্ষ প্রাণের মৌন ভাবনা এক হয়ে ফোটে
আলোক প্রাণের মুখ দিয়ে জনসভায় ভাসে।

৪ জুলাই ২০১৭, ব্রিসবেন

পরম শান্তি

পরকে না বদলায়ে তুমি নিজে বদলাও
নিজেকে না বদলায়ে তুমি কাহাকে শাসাও?
তুমি নহে কারও মতো তুমি যতই চাও
সবাইকেই গ্রহণ করো যারে যেমন পাও।
তুমি বলো তুমি ঠিক আমি যে আমাতে
সকলে সঠিক জেনো আপন প্রেক্ষিতে।
তোমার কথায় কিছুই বয় না বায়ু স্রোতধারা
নিজ গতিতে চলুক তবে ঘটন-পরম্পরা।
পাবার জন্য দিতে গেলে হবে দিশাহারা
বাঁধনেতে ফাটল ধরায় আশা সর্বনাশা।
এটা কর সেটা কর যাহাই কর না কেন
আত্মা শান্তি আগে রাখলে সফল হবে জেনো।
স্বপ্রজ্ঞা যত তুমি জাহির করতে যাবে
অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে দৃষ্টিকটুভাবে।
পরের নিন্দা ভুলে গিয়ে গুণ যখন গাইবে
অন্তরের হীনতা তুমি ততই ঘুচাবে।
হাজার লোকের তুষ্টি ভুলে নিজের পানে চাও
আপন বিবেক তুষ্ট হলেই পরমে পৌঁছাও।
এর সনে ওর সনে তুলনা না করো
ঈর্ষা হবে হিংসা হবে শান্তি পাবে নাকো।
পশুর মতন না হয়ে তুমি পাখির মতো হও
উদরপূর্তি না করিয়া অল্পে তুষ্ট হও।
চাকচিক্য ও গাড়ি-বাড়ি বস্তুবিলাস ভুলো
আলোর পথে সোজা হয়ে ফাঁকা হাতে চলো।
ধীরস্থির হয়ে মগ্ন, তুচ্ছ করো 'আমি'
পরিণত বিবেকবোধ জাগাও তবে আজি।

২২.২.২০১৮, ব্রিসবেন

কেমন জীবন চাই?

অতি কাজ ভালো লাগে না, তাই অবসর খুঁজি
অতি অবসর পানসে লাগে, তাই কাজের মজমা চষি।
অতি ফোন, যোগাযোগ, খোঁজখবর, কেয়ারিং ভালো লাগে না, তাই
ফুরসত চাই, হাত-পা ঝাড়া নির্ভার থাকতে চাই, নিরিবিলি থাকতে চাই।
আবার
অতি নিরিবিলি, একাকিত্ব, ফুরসত ভালো লাগে না, তাই
বেশি বেশি ফোন, যোগাযোগ, খোঁজখবর, কেয়ারিং, জমজমাট জীবন চাই।

চাঁদের জীবন চাই নাকি সূর্যের জীবন চাই?
নদীর জীবন চাই নাকি সাগরের জীবন চাই?
কচ্ছপের জীবন চাই নাকি চিতার জীবন চাই?
মৌমাছির জীবন চাই নাকি জলহস্তীর জীবন চাই?
মন ও মগজের আকুলি-বিকুলি চাওয়া ও
বাস্তবতার কোনও কূল-কিনারা নাই
নিজের হস্তে ধরে নিজেরই পা কামড়ে খাই।
মজারে বে-মজা ও বে-মজারে মজা বানিয়ে কুড়মুড় করে খাই
যেন মচমচা মুরালি চাবাই।

চাবাইতে চাবাইতে কট্টর করে কড়াইলে কামড় পড়লে
নিজের দাঁত খুলে যায়;
সেই দাঁতও চিবিয়ে খেয়ে
আয়েশ করে ঢেকুর তুলে যাই। আর আনন্দে
জীবনের উপরে পানের পিচকারি ফালাই।
পিচকারিকে রক্ত ভেবে সিভিল সার্জন পোস্ট মর্টেমে পাঠায়
অটোপসিতে পিচকারিকে 'হৃদয়' আর 'জীবন' বলে শনাক্ত করায়
সংশয় হলো, 'হৃদয়' আর 'জীবন' তো আমি, নাকি আমার যমজ ভাই!

খোয়াব

আমার মাথা আর আওলাইও না।
আওলানো মাথা আর কি আওলাবে।
কালি ভোরে কুঁয়াশা জড়ানো জানালায় তাকিয়ে
সকালে দেখবা আমি দাঁড়িয়ে সারারাত ধরে
তোমাকে একটু দেখব বলে
তখন বুঝবে মজা!

আমার কথা শুনে তুমি হেসে এমন ভান করলে যেন আমি যাবই না।
আমি যাই বা না যাই। তুমি সকালে উঠে জানালায় ঠিকই
আমারে দেখতে পাবে। মনের খেলা বড়ো আজব খেলা।
আমি যা বলেছি তা-ই তোমার মন বিশ্বাস করবে, তুমি না করলেও।
তোমার মন খোয়াবে সব দেখতে পাবে
একখান চাবি মাইরা দিসি ছাইড়া।

তুমি চোখ ভ্রুকুটি দিয়ে বুঝাইতে চাইলে
তুমি জানালার কাছে যাবেই না
দেখবার প্রশ্নই আসে না। ওদিকে মুখই ফেরাবে না।

আমি বললাম চোখ না খুললেও দেখতে পাবে।
চোখ বন্ধ করেই জানালা খুলবে, দেখবে
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ভেবে সচকিত হবে।
আরও কত কী করবে!
জানালা বন্ধ করতে পারবে, চোখ বন্ধ করতে পারবে,
মন বন্ধ করতে পারবে না সখী,
মন বান্ধিতে পারবে না। কেবল

খোয়াব দেখবে, আমারে খোয়াবে দেখবে!

পাগলের প্রেম

আমার খুব ইচ্ছে করে পাগল হয়ে যাই, এমন পাগল যে
ন্যাংটি পরে দৌড়াব, হাঁকডাক দেব, বাচ্চাদের দেখলে ধাবড়ানি দেব,
ভ্যাভা পাগল অবস্থা, যেন গ্রামের বা নগরের সবাই জানে
আমি বদ্ধ পাগল, উন্মাদ পাগল।
যেহেতু পাগল সেহেতু আমারে কেউ কিছু বলতে পারবে না, দেশের আদালতে বিচার হবে না
বাজারের বটগাছে বসে কোন পাখি কোন পাখির সদাই চুরি করার হুকুম দেয়
সেই খবর আমি সবার সামনে রাষ্ট্র করে দেব
বাঁশঝাড়ের চিপায় বসে কোন পাখি কোন পাখির বউয়ের সাথে পরকীয়া করে
সেই খবরও প্রচার করে দেব, প্রচার করে দেব
মসজিদের টাকা চুরির খবর, জমির আইল কাটার খবর
ভাতার টাকা মারার খবর, স্কুলের ফান্ড তসরুপের খবর, সব।
সব ছিঁচকে ইঁদুর আর রাগব বোয়াল মাছেদের নাম আমি ব্যোমা মাইকে ঘোষণা দিতে থাকব
আর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করব।
ম্যাল বৈঠক বসলে জুরি বোর্ডের মাঝখানে বসে হিসু করে দিবো
বুঝিয়ে দিবো তাগো সালিশের রায় আমার মুতের সমান।
নগরের সবচেয়ে উঁচু ভবনে দাঁড়িয়ে নগরের সবচেয়ে বড়ো ডাস্টবিনটাকে নিশানা করব।
তারপর খুঁজে খুঁজে বের করব কে ব্যাংক খায়, কে নদী খায়
কে খাল খায়, কে গাছ খায়, কে অফিস খায়, কে বাড়ি খায়
কে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ খায়, কে শিক্ষা খায়। যত আ পশু, কু পাখি আছে
ধরে ধরে সবগুলোরে সেই ডাস্টবিনে ফেলব।
সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্টকে ফোন দিয়ে বলব একটা মিক্সার মেশিন বা বুলডোজার

পাঠানোর জন্য যাতে এইসব ডাস্টবিন ভর্তি হাতি ঘোড়া সকল পিষে ফেলতে পারে।
পিষে রস বের করে সেই রস আমি পান করব।
আকণ্ঠ পান। পাগলে কী না করে আর পাগলে কী না খায়, তাই কেউ কিছু বলতে পারবে না।
পরে হিসু পেলে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে ছেড়ে দেব।
বুড়িগঙ্গা জন্মের মতো পরিষ্কার হবে, আর কোনও
হাতি ঘোড়া থাকবে না বুড়িগঙ্গাকে দূষিত করে। আর কোনও
শকুন পাখি থাকবে না, আমাদের গ্রামের বুড়ি নদীকে নষ্ট করে,
আর কোনও হায়েনা থাকবে না আমার মায়ের সবুজ আঁচল খামচে ধরে।

২৭ নভেম্বর, ২০২১

চোখ

মাঝে মাঝে এমন হয়
তুমি তার দিকে তাকালে
সেও তোমার দিকে তাকাল।
চোখে চোখ পড়ল।
সাথে সাথে তুমি চোখ ফিরিয়ে নিলে
সেও চোখ ফিরিয়ে নিল।
ক্ষণিক পরেই তুমি আবার তাকালে
সে আবার তাকালো কিনা ভেবে।
সেও আবার তোমার দিকে তাকাল
তুমিও আবার তাকালে কিনা ভেবে।
আবারও চোখে চোখ পড়ল।
সাথে সাথে তুমিও চোখ সরিয়ে নিলে।
সেও তার চোখ সরিয়ে নিল।
ক্ষণিক পরেই আবার...।
এভাবেই পৃথিবীর মতোই ঘটনা
ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে।
মাঝে মাঝে এমন হয়, মানুষ
আড়াল করতে গেলে প্রকাশ হয়ে পড়ে
প্রকাশ করতে গেলে আড়াল হয়ে পড়ে।
মাঝে মাঝে এমন হয়, মানুষ
গোপন রাখতে যত ক্রিয়াশীল হয়
গোপন কথা তত বেগে ফাঁস হয়।
মাঝে মাঝে এমন হয়
মানুষ, প্রশ্ন করতে গিয়ে উত্তর দিয়ে বসে
আবার, উত্তর দিতে গিয়ে প্রশ্ন করে বসে।
লোকে মাঝে মাঝে বোঝানোর চেষ্টা করে
বাস্তবতা দেখায়, উদাহরণ দেয়।
কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয়
মানুষ বাস্তবতা থেকে অনেক উপরে বাস করে, কল্পনা থেকেও।

অস্বচ্ছ

লোকে বই পড়ে, নিউজ পড়ে, নেটে পড়ে
পড়তে পড়তে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত
শেষ করে ফেলে।
তবু ইসরাইল, কাশ্মীর, তিব্বতসহ হাজার ভূমির
সীমানা কোনটা বা কোন ভূমি কার ছিল এ নিয়ে
কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না।

লোকে বই পড়ে, নিউজ পড়ে, নেটে পড়ে
পড়তে পড়তে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক, উত্তরাধুনিক সব শেষ করে
তবে কালের মধ্যে কোন কাল, ধারণার মধ্যে কোন ধারণা সঠিক
তা নির্ধারণে হিমশিম খায়, তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

লোকে বই পড়ে, নিউজ পড়ে, নেটে পড়ে
পড়তে পড়তে হাজার জীবনী শেষ করে ফেলে
তবু কোন লোকের কোন জীবনী সত্য, কোনটা বানানো আর
কোনটার পেছনে অন্য গল্প আছে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে
অ্যামাজনে হারিয়ে যায়।
নিজেকে হারিয়ে নিজেই জীবনী রেখে যায়।

অবশেষে পড়া বাদ দেয়, সব ভুলতে নিজের মাথা নিজেই কাটে
মাথার মস্তক পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করে। একেবারে সাদা পরিষ্কার।
তারপরে মস্তক মাথায় রেখে খুলি দিয়ে আটকে দেয়।
চোখ বন্ধ করে দেখতে পায়
ইতিহাসের হাতগলে স্বচ্ছ পানির মতো সত্য ঝরে পড়ছে
আর হাতে আটকে যাওয়া ময়লা দিয়ে ইতিহাস রচনা হচ্ছে।

অনুমান

আমি ছোটো ছোটো মিথ্যা বলি
তুমি এতে অনুমান করো
আমি বড়ো বড়ো পাপ লুকাই।

তুমি ছোটো ছোটো সত্য বল
আমি এতে অনুমান করি
তুমি বড়ো কোনও পাপ করো না।

তুমি সাঁঝ দেখে বৃষ্টির বন্যা ভাব
আমি ঢেউ দেখে সাগরের কিনারা খুঁজি না।
তুমি ব্যস্ত চাঁদের আলোয় কলঙ্কের খোঁজে
আমি অ্যামাজনের ভেতর বন্যতা পাই না।

যাহ!

ফুটপাতের ছেলেটি দোকানদারের কাছে একটি রুটি চেয়ে না পেয়ে
হতাশ হয়,
বেকার ছেলেটি এক আমলা বা রাজনীতিকের কাছে চাকরি চেয়ে না পেয়ে
হতাশ হয়,
ঘরের ছেলেটি বাবার কাছে একটি মোটরসাইকেল চেয়ে না পেয়ে
হতাশ হয়
এসব চতুর্ভুজ হতাশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেউ আবার চক্রাকারে ঘোরে
আর
স্পষ্ট দেখতে পায় আরও নানান হতাশার গল্প
ফড়িংয়ের লেজে ধরতে গেলে ফড়িং উড়ে যাওয়ায় কেউ
হতাশ হয়
ঘাসের শিশিরে হাত দিলে রোদের ঝিলিক মিলিয়ে যায় বলে কেউ
হতাশ হয়
আকাশে মেঘেদের ভেলায় চাঁদ ঢেকে গেলে কেউ
হতাশ হয়
সাগরের ফেনা ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিয়ে গেলে কেউ
হতাশ হয়
কচুরিপানার ফুল কিংবা লজ্জাবতী গাছের নুয়ে পড়া দেখলে কেউ
হতাশ হয়
চলন্ত রেলের জানালায় রূপসির চুল ওড়া মিষ্টি মুখ দেখতে না দেখতেই
চলে যাওয়ায় কেউ হতাশ হয়
এসব হাজার হাজার হতাশার ভিড়ে
আমি ব্যস্ত বলে হতাশ হই, অবসর বলে হতাশ হই
আমার আছে বলে হতাশ হই, নেই বলে হতাশ হই
আমাকে খোঁজে বলে হতাশ হই, খুঁজতে খুঁজতে হতাশ হই
আমি পাই বলে হতাশ হই, আবার পাই না বলে হতাশ হই
আমি দিই না বলে হতাশ হই, আবার নিই না বলে হতাশ হই।

এসব হতাশার খেলার ভিড়ে আমি উড়তে উড়তে বান্দরবানের আলুটিলার গুহাতে চলে যাই,
গুহায় ঢুকে বাচ্চাদের মতো স্লাইড করে পিচ্ছিল গুহায় নিজেকে সঁপে দিই।
পিচ্ছিল গুহার পথে আমি টুপ করে হারিয়ে যাই।
চোখ বন্ধ করে আমি সপ্ত আকাশ পেরিয়ে সাত জমিনের নিচে চলে যাই।
গিয়ে দেখি সেখানে হতাশা ভাই দাঁড়িয়ে। ছোট্ট বাচ্চা।
তার আছে এক বোন। নাম তার নাতাশা, যেন এক পরি।
তাদের সাথে গল্প করি। পাশেই একটি চুলায় বাদাম ভাজা হচ্ছে।
হতাশার ও নাতাশার সাথে গল্প করতে করতে আমি
বাদাম ভাজার চুলার আগুনে হতাশাদের পোড়াই।
বাদামের মধ্যেও সেরকম পোড়া গন্ধ। হতাশার গন্ধ।
পরে বসে বসে বাদাম খাই। গরম গরম বাদাম ভাজা। খেতে ভারি মজা।
বাদামের গন্ধে আমার মনের মর্মে উচাটন মউমউ অবস্থা।
এরই মাঝে আমি দূরে দেখি আমার 'ও' দাঁড়িয়ে।
ওকে ডাক দিই।
বলি, 'এসো খেলি'
সে বলে 'যাহ!'

বধূরা বলছি

আমরা বধূরা বলছি
আমাদেরকে যে বেশে পেয়েছো, সে বেশে ছিলাম না।
কন্যা থেকে বধূ হওয়া মাত্র আমরা বদলে গেছি
নেই আগের মতন জামা, নেই আগের মতন খোঁপা
নেই আগের মতন সকাল, নেইকো আগের মতন বিকাল
নেই আগের মতন রাত, নেই আগের মতন দিন।
বদলে গিয়েছে সব।

আমরা বধূরা বলছি
আমাদেরকে যে অবয়বে পেয়েছো, সে অবয়বে ছিলাম না
কন্যা থেকে বধূ হওয়া মাত্র আমরা বদলে গেছি
বদলে গিয়েছে হাসি, বদলে গিয়েছে চোখ
বদলে গিয়েছে ঠোঁটের কাঁপন, কপালের সংকোচন
বদলে গিয়েছে হাঁটার ধরন, শরীরের নড়াচড়া
বদলে গিয়েছে বসার আদল, বদল শোয়ার ধরন
বদলে গিয়েছে সব।

আমরা বধূরা বলছি,
আমাদেরকে যে আচরণে পেয়েছো, সে আচরণের আমরা ছিলাম না
কন্যা থেকে বধূ হওয়া মাত্র আমরা বদলে গেছি
বদলে গিয়েছে কথার ধরন, বদলে গিয়েছে বলার স্বর
বদলে গিয়েছে শব্দচয়ন, গলাটার কম্পন
বদলে গিয়েছে গ্রীবা-বাঁক, বদল ঊর্ধ্ব চোখ
বদলে গিয়েছে সব।

আমরা বধূরা বলছি,
আমাদেরকে যে কাজে পেয়েছো, সে কাজের ছিলাম না
কন্যা থেকে বধূ হওয়া মাত্র আমরা বদলে গেছি

বদলে গিয়েছে কাজের মাপটা, বদল কাজের মান
বদলে গিয়েছে কাজের ধরন, বদলে গিয়েছে সময়।
বদলে গিয়েছে অনুভূতি, ফুঁপানো কান্নাটাও
হু হু করা হৃদয়, কিংবা দীর্ঘশ্বাসের বাষ্পও
বদলে গিয়েছে সব।

আমরা বধূরা বলছি
আমাদেরকে যে রূপে পেয়েছো, সে রূপের আমরা ছিলাম না
কন্যা থেকে বধূ হওয়া মাত্র আমরা বদলে গেছি
বদলে গিয়েছে রাগ, বদলায় অনুরাগ
বদলে গিয়েছে দহন, বদলে গিয়েছে সুখ
বদলে গিয়েছে 'আমি', বদল পরিচয়
বদলে গিয়েছে সব।

আমরা বধূরা বলছি
আমাদেরকে যেভাবে পেয়েছো, সেভাবের আমরা ছিলাম না
কন্যা থেকে বধূ হওয়া মাত্র আমরা বদলে গেছি
বদলে গিয়েছে তর্ক ধরন, সকল বিরোধিতা।
বদলে গিয়েছে ভালো ও মন্দ, বদল নিয়ম-কানুন
বদলে গিয়েছে হাবভাব, বদল ভঙ্গিমায়
বদলে গিয়েছে সব।

বোঝা না বোঝা

কিছুই বলি না মানে এই না যে
কিছুই বুঝি না।
চুপ করে আছি মানে এই না যে
বলবার কথা নেই।
চোখ মুদে পড়ে আছি মানে এই না যে
কিছুই দেখছি না।
নির্লিপ্ত হয়ে আছি মানে এই না যে
অনুরণন হচ্ছে না।
শান্ত হয়ে বসে আছি মানে এই না যে
ভেতরে তুফান চলছে না।
কারও সাথে রা করি না মানে এই না যে
নিজের সাথেও রা করি না।
পিছে পড়ে আছি মানে এই না যে
সামনে যাইতে পারি না।
আসলে আমি ম্যাচের শলা
মোক্ষম সময়ে বারুদ না পেলে জ্বলি না।

জটা ফকিরের কথাবার্তা শুইনা তোমাদের মনে হইতেছে
তার কোনও চক্ষুলজ্জা নাই
তার কাজকর্ম দেইখা তোমাদের মনে হইতেছে
তার কোনও লাজলজ্জাও নাই
টকশোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হরদম মিথ্যা বলা দেখে তোমাদের মনে হইতেছে, তার কোনও হিতাহিত জ্ঞান নেই
ফেসবুকে আজগুবি সব তথ্য নিজের সুবিধামতো শেয়ার দেওয়া দেখে তোমাদের মনে হইতেছে, তার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

তো এ জটা ফকির কবে লাজলজ্জা হারাল? আমাদের সবার মনে এ প্রশ্ন, চোখ গোল করে, কপাল কুঁচকে প্রশ্নচোখে তাকাই আর কান পেতে শুনি।
বাতাসে ভেসে আসছে উত্তর।
সেই থেকে যবে হ্যাঁ না ভোটের বাক্স বাড়িতে আইনা দাদায় বলছে 'বাচ্চারা, এই নাও তোমরা সিল মেরে মেরে বাক্স ভরো, আমি হুক্কাটা টাইনা আহি' সেই থেকে।
সেই থেকে যবে
বাবাকে অফিসের কেউ খুঁজতে এলে, বাবা ঘরে থাকার পরেও চোখ মুখ শক্ত করে মা বলে দিল 'ওনি তো বাসায় নেই'; আমি হুট করে বলে দিলাম 'এই তো বাবা ঘরে' আর পরে মায়ের ধুমধাড়াক্কা মাইর সেই থেকে।
সেই থেকে যবে
আশেপাশের সবাই বিফচিকেন হালাল কিনা পেরেশানে অস্থির হয়, অথচ দিন-রাত শিশুর মতো হেসে হেসে চুকচুক করে সুদ খায় দেখি, সেই থেকে।
সেই থেকে যবে
কোনও নারী ধর্ষিত হলে কোনও পুরুষ বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু হাজারবার ব্যবহৃত হওয়া অন্যের বউয়ের সাথে ইটিশপিটিশ করে, তাকে নিয়ে পগারপার হয়ে যায় সেই থেকে

সেই থেকে যবে, স্বামী-স্ত্রী সারাক্ষণ হাসিখুশি সংসার করে, পুতুপুতু প্রেম করে, বাচ্চা হওয়ায়, ছবি তুলে ফেসবুক ভাসায়, আবার গোপনে দুজনেই অভিসার করে এথায়-হেথায়, সেই থেকে
সেই থেকে যবে
গ্রামে হানাদার বাহিনী বা পুলিশ এলে যুগ যুগের প্রিয় প্রতিবেশীরা আমাদের ঘরটি দেখিয়ে দেয়, বাবাকে ধরে নিয়ে যায়, ভাইকে ধরে নিয়ে যায়, প্রতিবেশী তা দেখে হাহা করে হাসে সেই থেকে
সেই থেকে যবে
মুক্তিযুদ্ধের বছরকে গণ্ডগোলের বছর বলে, ক্ষমতার যুদ্ধকে পাকিরা ধর্ম রক্ষার যুদ্ধ বলে, কিংবা যবে থেকে নিজের প্রেমকে দেশপ্রেম বলে, সুবিধার পক্ষকে স্বাধীনতার পক্ষ বলে, নিজের লাভের ধর্মকে মানব ধর্ম বলে লোকেরা উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো শুরু করেছে সেই থেকে
লজ্জাবতী গাছ লজ্জা পায়, কিন্তু জঠা ফকিরের লজ্জা হয় না।
আমরা প্রত্যেকেই জটা ফকির কিংবা জটা ফকিরের জঠায় যতটা চুল আমরা ততটা জটা ফকির। একসাথে লক্ষটা জটা ফকির হয়ে লক্ষ জটা ফকিরের সাথে বাস করি। নিজেরাই নিজেদের কামে গর্ভবতী হই।
আর বলি ছি ছি ছি দেখ, সে ক্যামন লজ্জাহীন গর্ভবতী!
হাগলো বেটির লাজ নাই, দেখলো ব্যাটার লাজ।

কবিতার ব্যবচ্ছেদ

মনে মনে নয়শত লাইনের একটি কবিতা লিখেছি।
কবিতাটি কাগজে লিখতে পারছি না।
কারণ প্রথম কয়েক ছত্র পড়ে স্ত্রী ভাববে এটা গোপন প্রেমিকা নিয়ে লেখা
আর গোপন প্রেমিকা মনে করতেই পারে, এ কবিতা স্ত্রীর প্রতি গদগদ হওয়া।
পরের কয়েক ছত্র পঠনে ধার্মিকরা ভাবতে পারে এ তাদের ধর্মকে হেয় করে লেখা
আর নাস্তিকরা ভাববে এ কবিতা কেবলই ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ভরা, কবি অন্ধ ও গোঁড়া
তারও পরের কয়েক ছত্র পাঠ করে বন্ধুদের ক'জন ভাববে এ তাদেরকে হিংসায় জুড়ে লেখা
অন্য ক'জন ভাববে এ কবিতা কেবলই তাদেরকে হেয় করে লেখা।
পরের ছত্র ক'টি পড়ে সরকারের আতেও ঘা লাগতে-টাগতে পারে
আবার গাত্রদাহে বিরোধী দলের গায়ে ফোস্কাও পড়ে যেতে পারে।
পরের কয়েক লাইন পঠনে বুড়ো কবিরা বলবে, কী যে সব লিখে ছোকরা কবিরা আজকাল!
ভাষার কী ছিরি আর কবিতার ক-ও হয় না
আর নতুন কবিরা বলবে ওসব পুরাতন ন্যাকা কান্নার প্যানপ্যানানি ও দীর্ঘশ্বাসের বাজনা
এসব অচল এই আধুনিক যুগে, লেখা হওয়া চাই তরুণ তাগড়া।
অথচ আমি যে দেখছিলাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফি।
একজোড়া হরিণ ও একজোড়া বাঘের প্রেমের লীলা দেখে
আর হরিণের উপর বাঘের নির্দয় একচ্ছত্র আক্রমণ অবলোকন করে,
লিখেছি কবিতা নয়শত লাইন, তাদের মুহূর্তগুলো অনুধাবন করে।
কোথাকার কবিতার লাইন কোথায় গিয়ে গড়ায়
সিন্ধু থেকে জল চলে যায় বরাক কিংবা সুরমায়।
কী দরকার ভাই চতুর্দিকে শত্রু বাড়িয়ে শত্রু শত্রু খেলা।
তার চেয়ে এসো বরং খেলি কুতকুত খেলা।

খোলস বদল

তুই বদলে যাবি যা।
তোর সাথে থেকে থেকে
আমার যে অভ্যাস হলো
তা বদলে দিয়ে যা।
লুঙ্গি খোঁজা, চিরুনি খোঁজা
মানিব্যাগ কোটপিন খোঁজা
নানান স্বাদের খাবার বোঝা
সব বদলে দিয়ে যা।

তুই ভুলে যাবি যা।
দিনে দিনে স্মৃতির প্রলেপ
যা জমেছে এই হৃদয়ে
তুই ভুলেছিস যে কুইনাইনে
তা খাইয়ে দিয়ে যা।

তুই চলে যাবি যা।
খুনসুটি আর ডাকাডাকি, টম অ্যান্ড জেরির লম্ফঝম্ফ
তুচ্ছ সবে নির্ভর করার, বায়না ধরে আদর খাওয়ার
খেয়ালও নিয়ে যা।
তুই দূরে যাবি যা
মিষ্টি গন্ধ ঘর ভর্তি, পায়ে হাঁটার মৃদুধ্বনি
মেজাজ মর্জি প্যানপ্যানানি
তাও নিয়ে যা।
যদি কিছুই না নিস, একলা যাবার শখ করেছিস
তবে জেনে রাখিস, আমিও যাব
দু'চোখ যেদিক যায়।
যাব দুজন দু'দিক দিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে হবে দেখা
গোল ভুবনের শেষ সীমানায়।
তবু যাবি? যা!

বিদীর্ণ হৃদয়

যা লিখি তা লিখিই, যা লিখি না তাও লিখি।
যা লিখি না তা খাতার পাতায় লিখি না, মনের পাতায় লিখি
লিখে লিখে হৃদয়কে বিদীর্ণ করি।
না লেখার জ্বালায় সবসময়ে জ্বলি।

যা বলি তা বলিই, যা বলি না তাও বলি।
যা বলি না তা আওয়াজ করে বলি না, মনে মনে ঠিকই বলি
বলে বলে অনুরণন মন্থনও করি।
ক্ষোভের ঢোকের দলা সদা গিলি।

যা দেখি তা দেখিই, যা দেখি না তাও দেখি
যা দেখি না তা চর্ম চোখে দেখি না, অন্তর চোখে ঠিক দেখি
দেখে দেখে কল্পনায় অবগাহন করি
দ্রোহের ঝাঁজে অগ্নি-জল ফেলি।

যা বুঝি তা বুঝিই, যা বুঝি না তাও বুঝি
যা বুঝি না তা সাধারণ্যে বুঝি না, অসাধারণে ঠিকই বুঝি
বুঝে বুঝে অনুভবে তত্ত্ব-তালাশ করি
ভাবনার ঘর্ষণে দর্শনে মিলি।

ত্রাণকর্তা

আমি পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিলাম
তুমি আমায় বাঁচালে
আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ হতে থাকলাম।

তুমি আমারে উদ্ধারের গল্প বলে বেড়াতে থাকলে
ফাঁকে তুমি আমারে নদীতে ছুড়ে ফেলে দিলে।

তুমি নদী থেকে উদ্ধারের প্রচার করতে থাকলে
ফাঁকে তুমি সাগরে ভাসন্ত আমার গলা টিপে কান্না থামালে

তুমি সাগর থেকে উদ্ধারের গল্প বলে বাহ্বা নিতে থাকলে
ফাঁকে তুমি আমারে সাগরের হাঙরের মুখে দিলে।

তুমি নদী থেকে উদ্ধারের ত্রাণকর্তা হিসেবে পুরস্কার নিলে
ফাঁকে তুমি আমারে সাগর থেকে না ওঠার সব ব্যবস্থা করলে।

তুমি পুকুর থেকে উদ্ধারের গল্প বলে রূপকথার হিরো হয়ে গেলে
ফাঁকে তুমি আমারে সাগরে নাই করে দিলে।

তুমি নদী থেকে উদ্ধারের গল্পের মিথে স্ট্যাচু অব লিবার্টি বানালে
ফাঁকে তুমি লিবার্টিরে পাথর বানালে।

তুমি নদী থেকে উদ্ধারের গল্প থেকে ভবিষ্যৎ গড়ে নিলে
ফাঁকে তুমি আমাদের সবাইকে অতীত করে দিলে।
আমার নাম নেই, আমি রূপকথার মাতৃভূমি।

শরম

কেমন আছো সোনা
তোমার জন্য বুকে জমা
ভালোবাসার কণা।

ঠোঁটগুলো ডাকছে কাকে?
কোন সুদূরে থাকে?
আসতে তাকে হবেই হবে
এমন সুধা ছুঁতে।

দেখছি কেবল দেখছি আমি
হচ্ছি কেবল গরম
উষ্ণ তুমি আসবে কিনা
তা ভাবতেই শরম।

তোমার কথা পড়ছে স্মরণ
প্রকাশ মনের বারণ
অভিমানের ঝড় বয়ে যায়
মনের ভেতর দারুণ।

উষ্ণতার মুহূর্তে

আমি যখন উষ্ণ গরম। কিংবা
আগ্নেয়গিরির লাভার মতো, হিরোশিমার জ্বলার মতো
উনুনসিদ্ধ জলের মতো, তেলের পিঠার তেলের মতো
ফুটছি টগবগ পরম।
তুমি তখন দরজা আজাও
কেউ দেখে ফেলল কি না, বাচ্চারা এল কি না
জানালাটা খোলা কি না, পর্দার মাঝে ফাঁক কি না।
তুচ্ছ বিষয় জড়াও।
আমার কেমন লাগে?
রাগে আমার শরীর জ্বলে, মেজাজ উঠে পিত্তি জ্বলে
অভিমানে হৃদয় ফাটে, কামসূত্র বেঁকে বসে
শয়তান খেলায় কেবল।

তোমার নজর কাড়ে!
তবু তুমি হাওয়া দেখো, আকাশের রং দেখো
ঘরের আলোর মাত্রা বোঝ, দেরি করার ছুতো খোঁজ
সবই করো বুঝে।

আমি কি চাই তবে?
তুমি ভিসুভিয়াস হবে, ছাইচাপা আগুন হবে
হিরোশিমার বোমা হবে, নিউক্লিয়াস চুল্লি হবে
আসবে ঝড়ের বেগে।

আসবে ঝড়ের বেগে,
সাইক্লোনের হাওয়া দেবে, জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ দেবে
লেলিহান শিখা দেবে ফায়ার সার্ভিস পাগল হবে
খেলায় ঠান্ডা বরফ নিভে
আচানক এই দেহ!

যদি এমন হতো

যদি এমন হতো, ইচ্ছেমতো পেতাম সব ফিনিশ পাখির মতো
মায়ের কোলে থাকব শুয়ে, বাবার হাত থাকব ধরে
পরির পাখায় উড়ব দূরে, সাত আকাশের তারার পানে
চকলেট খাব পেট পুরে, খেলার সাথি করব বিয়ে
মনজুড়ে যা খেলা করে সব থাকবে আমার ঘরে
যে দেখবে তার চক্ষু যেন অবাক বনে যেত।

যদি এমন হতো ইচ্ছামতো পেতাম সব জাদুর কাঠির মতো
বাবার মতো স্বাধীন হতাম, আলাদা ঘর টেবিল পেতাম
খেলার অঢেল সময় পেতাম, সকল খেলনা কিনতে পেতাম
শরীরখানা পোক্ত হবে, পাখির মতো মুক্ত থাকবে
মনের কোণে যা খেলিছে, তাই আসছে আমার ঘরে
হিংসায় পুড়ে সাথিদের চোখ ছাই হয়ে যেত।

যদি এমন হতো ইচ্ছেমতো সব স্বপ্নপূরণ হতো
রাজকন্যারা হাত ধরত, রূপসিরা পিছে ছুটত
নয়নে নয়ন মিলিলেই কুপোকাত হয়ে যেত
সেরা বিজ্ঞানী হতাম, বিশ্বের ধনকুবের হতাম
মনমাতানো গায়ক হতাম, দেশের সেরা লেখক হতাম
আশা পোষণ করতেই তাতে সোনা ফলে যেত।

যদি এমন হতো ইচ্ছেমতো সকল কিছু সামলে নেওয়া যেত।
জীবনসঙ্গী ভক্ত হতো, যা বলতাম তাই করে দিত
সন্তানরা সব বুঝের হতো, যা চাই তারও ভালো হতো
সবার কাছে প্রিয় হতাম, সবার সবই বুঝে নিতাম
নিজের একটু সময় পেতাম, নিজের নিজের মতো

যদি এমন হতো ইচ্ছেমতো বাঁচতে পারতাম আসল বাঁচার মতো
বুড়ো বলে হেয় করত না বেড়ে ওঠা ওরা
কথায় কথায় অবহেলা ঝড়ত না কারও গলায়

আমার কথায় ওঠত-বসত ছেলেবুড়ো সবে
সংসারের সব নিয়ন্ত্রণ হতো আমার মতো করে
আর সকলে মেনে নিত ঠিক আগের মতো।

মান-অভিমান

কথা বলা বন্ধই করে দিয়েছি, সেই কবে থেকে।
একসাথে থাকি, একসাথে খাই, একসাথে ঘুমাই।
প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মুখ ভার রেখে আড়চোখে তাকাই।
বেশি প্রয়োজন হলে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে কথা বলি। কিংবা
তৃতীয় পক্ষ তথা সন্তান, কাজের লোকেরে মাধ্যম বানাই। কিংবা
ভাববাচ্যে কথা চালাচালি করি। কথার মধ্যে ইঙ্গিত, দ্বেষ, স্বরের তেজ সব থাকে।
আর প্রয়োজন না হলে কথা বলি না, মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন।
ব্রেনের ভেতরে তোমার যত দোষ সব জাবর কাটি, আর
ভেতরে ভেতরে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলতে থাকি।
অভিমানের পাহাড় হিমালয় ছাড়িয়ে পৃথিবী পেরিয়ে যায় কখন
তুমি হাসবে, কথা বলবে, এগিয়ে আসবে, জড়িয়ে ধরবে।
না, তা আর হয় না। অপেক্ষার প্রহর বাড়তে থাকে
দ্বন্দ্বের অনুষঙ্গ আরও যোগ হতে থাকে।
সংসারের তুচ্ছ সব বিষয় রাজসিদ্ধান্ত আর ফারাক্কা বাঁধের ইস্যুর মতো আমাদের কাছে ঠেকে।
একেকটি ছুতো ধরি আর তাকে ঘিরে কথার ফুলঝুরি ছুটাই,
ভাবনার গুলতি ছুড়ি, বাইরে বাইরে যা-ই হোক, ভেতরে ভেতরে হাজার বিতর্ক করি। এবং
তারই একটা ছায়া চোখে-মুখে রয়ে যায়, মেজাজে প্রলেপ রেখে যায়। আর
তাই কারণে-অকারণে তেতে উঠি গ্রামের দুপুরে ধানসিদ্ধ করার
চার চুলার বড়ো চুলার মতো। হল হল করে আগুন জ্বলে।
এসব রোমান-সেনার যুদ্ধ ভেতরে ভেতরে চলে আর নিজে নিজে ভেবে নিই
সব ছেড়ে চলে যাব। এ সংসারে থাকব না, এ সমাজে থাকব না, এ রাষ্ট্রে থাকব না।

ভাবতে ভাবতেই ভাবনার পৃথিবীর শেষ সীমানায় এসে উপনীত হই। তখন
ঠিক করি নিজের জীবনেই আমি আর থাকব না। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করি।
নিজের জীবন থেকে নিজেকে তথা 'আমি'কে সরিয়ে ফেলি। সরানোর পর
দেখি আমার আর রাগ নেই অভিমান নেই। ঠান্ডা জলের মতো ঠান্ডা হয়ে আছি।
কাটা লতাপাতার মতো নেতিয়ে পড়ে আছি। এ রকম নেতানো কাউকেই তুমি চেয়েছিলে?
তুলে ধরে ভালো করে চেয়ে দেখলে। ভাবলে, এ মরা নিয়ে আমি কী করব?
তুমি অনুভব করলে তোমার দরকার একজন শক্তপোক্ত মানুষ
একজন উচ্ছল চঞ্চল মানুষ, একজন আবেগ উদ্‌বেলের মানুষ
একজন সজীব সতেজ মানুষ, একজন তেজি বীর যাকে দেখলেই নির্ভর করা যায়
যার হাত ধরলে পৃথিবী হাতের মুঠোয় মনে হয়, তুমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলে।
নেতানো মানুষটি যেন আগের মতো হয়। এবং তাই হলো।
হওয়ার পরে আবার মহামিলনমেলা, ভালোবাসার ফানুসে ভাসা। যথানিয়মে
আবার সেই ঝগড়া, আবার সেই মান-অভিমান, আবার সেই কথা না বলা
আবার আগের পথে হাঁটা, আবার রাগের আগুনে পুড়ে পুড়ে যাওয়া
কল্পনায় পানিপথের যুদ্ধ করা।
অবিশ্বাস্যরকম দ্বিমাত্রিক ধরায় আমাদের বাস,
তাই দ্বৈত পথের যাত্রী হয়ে মোরা করি হাঁসফাঁস।

হৃদয়ে খোদাই করা প্রেম

মাথার উপর ছাদ নেই, বসার কোনও ঘর নেই,
ভবিষ্যতের দিশা নেই, পায়ের নিচে মাটি নেই,
হেলান দেওয়ার খুঁটি নেই, তবু আমরা হাওয়ার উপরে
স্বপ্নের ঘর বাঁধব বলে হাতে হাত রেখেছিলাম,
চোখে চোখ রেখে অঙ্গীকার করেছিলাম। হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে
বাস্তব সংসার আর করা হয়নি বটে, কিন্তু
তোমার তরে কল্পনা রচে যাই প্রতিনিয়ত। সম্রাটের তাজমহল গড়া,
রাজার সিংহাসন ছাড়া, বীরের জীবন দেওয়া,
মঙ্গলে বসতি স্থাপনের মতো সবই করে যাই অবিরত।
সেদিন লালনের গান শুনছিলাম। মনে পড়ে
লালনগীতির বইটি তুমি উপহার দিয়েছিলে, আর
দিয়েছিলে ফরিদা পারভিনের ক্যাসেটটি।
আমি দিন-রাত গান শুনে শুনে লালনভক্ত হই। বৈরাগী হই, তোমাকে
সাথে নিয়ে একতারা বাজাতে বাজাতে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়াই।
প্রেমের লীলা বেচে বেচে দু'মুঠো আহার জোগাড় করি আর
সারাদিন প্রেমের স্বর্গ রচনা করি পথে পথে।
এ রকমই হয়। তোমার সাথে দেখা নেই বিশ লক্ষ বছর। অথচ
বিশ কোটি ঘটনা ঘটে গেছে তোমার সাথে এক বছরে।
যেখানেই যাই, যা-ই করি-না কেন তোমার একটা সংশ্লেষ থেকে
অদৃশ্য উপস্থিতি পাওয়া যায়। ঈদের পাঞ্জাবি কিনি
এর কারুকার্যের সূক্ষ্মতা বিচার করার জন্য আমি তোমার দেয়া
রুমালের কথা মনে করি। যেখানে তোমার হাতে করা সুন্দর কাজ ছিল।
এখন ফোনে কথা বলতে হয় অবিরত। কখনো কখনো ফোনের ওপ্রান্তে
সুন্দর রিনিঝিনি মিষ্টি কণ্ঠের কারো গলা পেলে কেবলই মনে হয়
ওটা তোমারি কণ্ঠ।
সেদিন ঘুম ঘুম চোখে মনে হলো তোমাকে দেখতে যাব।
চলেও গেলাম। তোমার কর্মস্থলে। লোকেরা দেখবে বলে আমি
রাস্তায় বা আশেপাশে থাকিনি।

অদৃশ্য হয়ে আকাশে দাঁড়িয়েছিলাম।
আকাশ থেকেই দেখলাম তুমি বারান্দায় পায়চারি করছো বা
জানালার ফাঁকে দেখলাম দায়িত্বও পালন করছো।
তুমি প্রেম ও কাজে সবসময়ই নিমগ্ন ছিলে।
বোহেমিয়ান আমার মতো পাখি ছিলে না যে
আজ এ-ডালে তো কাল ও-ডালে। যার জীবনের কোনও ঠিকানা নেই,
ঠিকানা থাকলেও তার হদিস নেই। আচ্ছা বলো
কল্পনায় যার বাস, তার কি কখনো বাস্তব হয়?

অফিসের কাজে ই-মেইল লিখি। ই-মেইলে মাঝে মাঝে কী লিখব ভাষা
ও শব্দ খুঁজে পাই না। মনে পড়ে তোমাকে যখন পত্র লিখতাম তখন এ
রকমই শব্দ খুঁজতাম। ভাষা খুঁজতাম। বিশ লক্ষ বছর পেরিয়ে গেল
এখনো অবধি শব্দ খোঁজা আর ভাষা খোঁজা বন্ধ হলো না।
তা না হোক, এখন দেখছি তোমাকে খোঁজাও বন্ধ হলো না।
তোমার জন্য আমি প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দিয়ে খুঁজেছি,
বান্দরবানের পাহাড়ে গিয়েছি, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ে
হেমন্তের আকাশ যখন আছড়ে পড়ে সেখানেও খুঁজেছি।
তোমাকে দেখা গেছে সব জায়গায়, কেবল পাওয়া হয়নি
কোনও কালে এমনি হয়, অনেক আরাধ্যরা কেবল দেখা দেয়,
কাউকে পাইতে দেয় না।

আগের মতোই ঈদ এলে গ্রামে যাই, ছুটি পেলে গ্রামে যাই।
সবাই জানে আমি কেন যাই। আবার আমিও জানি কেন যাই।
আমার মন কেবল জানে আসলেই কেন যাই।
তোমাকে দেখব বলে আমি পথ খুঁজি যে পথ দিয়ে গেলে
তোমাকে দেখা যাবে। তোমার আস্তানা পড়বে।
আমি পূর্বে যাই, পশ্চিমে যাই,
উত্তরে যাই, দক্ষিণে যাই। আমি আসলে দশ দিকেই যাই।
দশদিকে নিজেকে দশভাগ করে দিকের শেষে নিয়ে যাই।
গিয়ে ব্যর্থ রথে ঢাকায় আসি। তোমাকে পাব বলে।

দেখি তুমি গোলাপশাহর মাজারে বসে আছো ঘোমটা দিয়ে।
কী যেন চাইছো খুব মনোযোগ দিয়ে।
আমি তোমাকে অবাক করে দেব বলে হঠাৎ তোমার ঘোমটা খুলে দেই।
লোকেরা আমারে ছিনতাইকারী বলে গণপিটুনি দেয়।
গণপিটুনিতে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলে আমি ভুল করে
বেহেশতে চলে যাই। জান্নাতুল ফেরদৌসে বসে দেখি
তুমি পুষ্পশয্যায় আমার পাশে বসা।
অপ্সরীরা এমনি হয়। ভুল করে ভুল পথে না গেলে এদের পাওয়া যায় না।

ব্রেইন ওয়াশ

ব্রেইন ওয়াশ করে ধর্মওয়ালা, ব্রেইন ওয়াশ করে হুজুরেরা
ব্রেইন ওয়াশ করে পুরোহিতেরা, ব্রেইন ওয়াশ করে যাজকেরা
ব্রেইন ওয়াশ করে বিজ্ঞানীরা, ব্রেইন ওয়াশ করে গবেষকেরা
ব্রেইন ওয়াশ করে মাস্টারেরা, ব্রেইন ওয়াশ করে ডাক্তারেরা
ব্রেইন ওয়াশ করে উকিলেরা, ব্রেইন ওয়াশ করে বিচারকেরা
ব্রেইন ওয়াশ করে মিডিয়ারা, ব্রেইন ওয়াশ করে বুদ্ধিজীবীরা
ব্রেইন ওয়াশ করে বাবা-মায়েরা, ব্রেইন ওয়াশ করে বড়ো ভাইয়েরা
ব্রেইন ওয়াশ করে রাজ নেতারা, ব্রেইন ওয়াশ করে বণিকেরা
ব্রেইন ওয়াশ করে সমাজপতিরা, ব্রেইন ওয়াশ করে নগরপিতারা
হাত ধোয়া কর্মসূচির মতো ব্রেইন ওয়াশ কর্মসূচি বিশ্বজোড়া,
লাখো ওয়াশের পরে ব্রেইন বলে যেটা থাকে সেটা আসলে ডিটারজেন্ট চাকা।
ওটা দিয়ে ময়লা পরিষ্কার হয়, বুদ্ধির চর্চা হয় না, চিন্তার বিকাশ হয় না।

লড়াই

বেঁচে থাকার কবিতা লিখে লিখে
জেগে ওঠার কবিতা শুনিয়ে শুনিয়ে
পৃথিবীর সামনে পৃথিবীটাকে দাঁড় করে দেব
আমার সামনে আমি, আর তোমার সামনে তুমি।
ভেতরের সবটা উগরে দেব, প্রকাশ করেও গোপন করব
আমাদের যত যা আমরা।
নিজের শক্তি চাপা দিয়ে কায়োমনে বলব,
সকল খেলাই বাকি, লড়াইটা আমরা জানি।
সাগরে যেমন ছোট্ট নৌকা ঢেওয়ের সাথে খেলে
প্রেমের একটি শব্দ যেমন লক্ষ হৃদয় খুলে
মানুষও ম্যাচের কাঠির মতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে
সেই বিস্ফোরণের চুল্লিতে দাঁড়িয়ে কেবল মানুষেরাই স্লোগান গাইতে পারে
জগতের সকল সত্য এমন চুল্লিতে দাঁড়িয়েই উচ্চারিত হয়েছে,
পুষ্পবিছানায় দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ করে দেয় না, হায়েনাদের দল।
বোকা হদ্দের দল, বাড়াও বুকের বল।
যা আমরা অস্ফুট করেও বলি না, মাথায় কেবল কিলবিল করে
যা আমরা দেখিয়ে করি না, কেবল মননে মগজে খেলে
সেসবের জোরে
হঠাৎ করেই করব চিৎকার ইসরাফিলের সুরে।
পুরো পৃথিবী পালটে গিয়ে নতুন কিছু হবে।

শত শত বন্ধু হারিয়ে, হাজার হাজার মন হারিয়ে
কেবল হৃদয় পোড়ে আর হাড়ে হাড়ে জ্বলে
ঘুম ব্যাটাকে তাড়া করেছি চাইনিজ আর্মি নিয়ে
বহু আকাঙ্ক্ষিতের দেখা মিলবে এ তাড়না বুকে
বুকে বিশ্বাস পাবই তাকে, খুঁজছি যাকে খুঁজছি কেবল
না পাওয়ারই তরে।

বিপ্রতীপ শংসা

মরার পরে অর্পণ করো পাহাড়সম পুষ্পার্ঘ্য,
গাও মহাভারতসম স্তবগান
করো আনত ভক্তের মতো গুণঅর্চনা।

বেঁচে থাকতে এসব কিছুই করো না
মেঘের মতো লুকিয়ে দেখো না
চাঁদের হাসি হাসো না
বনলতার মতো চোখে চোখ রাখো না
আড়ালে প্রশংসার সাগরে ভাসাও না
দাও না নিবিড় সান্নিধ্য একাকিত্ব দূর করতে
রাখো না আগলে কুরুক্ষেত্রে পড়লে।
আসলে কিছুই করো না।
সামাজিকতার স্রোতে ভাসো বিদায়ের কালে, তাই
চিরবিদায়ী ব্যক্তির পা হাসে, এসব ইয়ার্কিদের মুখের দিকে!

কর্মস্থলে থাকতে গুণটুকু চোখে পড়ে না
রাশি রাশি ভালো কাজ দেখেও দেখো না
সৃষ্টিকে স্বীকৃতি দাও না, ভূমিকাকে বাহ্বা দাও না
হাজার কর্মকে কাজ মনে হয় না
তিল পরিমাণ ত্রুটিকে খড়ের পুঞ্জি বানিয়ে অভিযোগ বানাও
শার্লক হোমসের মতো পেছনে লেগে থাকো
কোথাও কিছু হলো কিনা, খুঁত ধরার জন্য।

আর বিদায়ের কালে তোমাদের মুখে প্রশংসার খই ফুটে
গুণের রাশি রাশি কবিতা মেলে
তুচ্ছ কাজকে শাল্লার বন্যার পানির মতো
ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড়ো করে বর্ণনা করো।
শুনে শুনে নিজের কানকে অবিশ্বাস লাগে,

তোমাদের মুখে শেক্সপিয়রের নাটক শুনে আমার মনে হয়
তোমরা প্রত্যেকে যেন একশটা হেমলকের বাক্স!
৩।
কাছে থাকলে বিরক্ত হও
অতিরিক্ত ঘেঁষাঘেঁষি তোমাদের ত্যক্ত করে
বিরসবদনে পাশ ফিরে শোও
আয়েশ শোয়াকে তোমাদের নাজায়েজ মনে হয়,
কাছাকাছি থাকলে ঘুরঘুর ছোকছোক মনে হয়
প্রতি বিষয়ে তুলনা আর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও।

দূরে যাওয়া মাত্রই তোমাদের মায়াকান্না বেড়ে যায়
গাও বিরহের গান, লেখো আবেগের কবিতা
ভিডিও কলে খুব আশনাই দেখাও
খুলো স্মৃতি ভান্ডারের পরত আর
অনুভূতির নানান গহিন কথাবার্তা।
কাছে থাকলেও জ্বালা দূরে গেলেও জ্বালা
কী যে চাও তোমরা, নিজেই জানো না নিজের চাওয়া!

৬ জুলাই ২০২০। ইস্কাটন, ঢাকা

নিজের মুখোমুখি

মাঝে মাঝে আমার সাথে আমার দেখা হয়।
আমি বলি 'তুই আমারে চিনস?'
পালটা জবাবে আমার আমি বলে 'তুই আমারে চিনস?'
নিজেরে নিজের বড়ো অচেনা লাগে, তাই
দুই অপরিচিত হয় মুখোমুখি
কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকে
ফিক করে হেসে নদীর জলে নামে
পবিত্র হতে গঙ্গায় সাঁতার কাটে
পুণ্য লাভে কাবার দিকে হাঁটে
স্বর্গ পেতে গির্জার দিকে ছোটে
নিজের ছায়ার ওপর পা ফেলতে ফেলতে
নিজেকে ভর্তা বানিয়ে নিজেকে নাই করে।

সত্য

আমার নাম সত্য।
ঘটনার ঘনঘটায় আমি ফুঁস করে ঘটি।
যখন আমি ঘটি তখন আমারে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়,
সবাই আমারে গিলে ফেলে।
মানুষে, ভূতে, প্রেতে সবাই আমারে গিলে।
আমি যার মুখ দিয়ে বের হই তার রূপ ধরি।
ট্রাম্পের মুখ দিয়ে বের হলে, ট্রাম্পের মতো,
কিম জংয়ের মুখ দিয়ে বের হলে তার মতো।
পুতিন কিংবা সালমান, সুচি কিংবা আসাদ
যার মুখ দিয়ে বের হই তার মতোই আমি।
মাঝে মাঝে আমাকে ধরে বেঁধে বক্সে ভরা হয়।
আমাকে যদি ইন্টারপোল অফিসে নেওয়া হয়
আমি কালো মুখোশে কথা বলি,
আমাকে যদি সৌদি হেরেমে নেওয়া হয় তখন
আমি শাদা পাঞ্জাবির রোশনাইয়ে কথা বলি,
আমাকে প্রান্তে নিলে প্রান্তের মতো, কেন্দ্রে নিলে কেন্দ্রের মতো,
লালে নিলে লালের মতো, নীলে নিলে নীলের মতো,
পানিতে ভাসালে পানির মতো, হাওয়ায় উড়ালে হাওয়ার মতো
দোল খেয়ে খেয়ে ধরণ পালটে উচ্চারিত হই।
হাজার মানুষের হাজার ধান্ধায় আমি শত সত্যে বিভাজিত হয়ে
মিথ্যা শয়তান হয়ে কুণ্ডলি পাঁকিয়ে বের হই।
আমারে যে বেচতে আসে আমি তার রূপ ধরি
আমারে যে করতে আসে আমি তারে ধরে করি।
আসলে আমি আমার মতোই থাকি, তবে যারা আমারে
ব্যবহার করে সেসব লোকেদের মননের মতো,
মগজের সাইজে, চিন্তার ব্যাপ্তিতে কেবল বের হই।
তথা যা বের হয়, তা আমি না, তা সত্য না।
যা বের হয় তা হচ্ছে, লোকেদের স্বরূপ।
সত্য আমি, সত্যই থাকি।

আমিই জীবন

আমি জীবন।
যেন মহাসাগরের মাঝে ছোট্ট এক নৌকা
ঢেউয়ের সাথে লড়ে লড়ে, তালে তালে খেলছি খেলা।
কোনও এক ছোট্ট মধুর কথা, আমার হৃদয় খুলে দিতে পারে,
আমি হতে পারি একটি ম্যাচের কাঠির মতো তুচ্ছ,
তবু বিস্ফোরণ করে দেখাতে পারি অবাক-রকম বিস্ময়।
হকিন্সের থিওরির মতো, হাজার বিস্ফোরণ মাথায়, প্রতি মুহূর্তে ঘটতে থাকে
আমার বাঁকে বাঁকে হাসি-কান্নারা গগন বিদারী আওয়াজ করতে থাকে,
মগজে মননে দ্রিম দ্রিম শব্দ করতে থাকে,
তবু আমি জীবন।
আমি হই যুদ্ধের গান, আর হই ধ্বংসের গান
আমি হই গড়ার গান, আর হই শুদ্ধির গান
আমি পিঁপড়ার মতো শক্তি সঞ্চয় করি,
বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো ক্ষমতা উৎপন্ন করি
সময় সুযোগ মতো ঠিক জ্বলে উঠি।
কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি সেসব তোয়াক্কা করি না
আমি আমার ভেতরে চুল্লি জ্বালিয়ে রাখি, হাড়ের ভেতরে টগবগ করতে থাকি,
পুড়ে পুড়ে খাঁটি হই
আর আরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই।
আমি জীবন।

জানালা

অনেক আগের কথা।
ঘরের জানালার পাশে বসে পড়তাম।
জানালায় একটি পাখি নিয়মিত আসত।
বসত, উড়াল দিবার ছলে শিস বাজাত।
আমি মনোযোগ দিতাম না।
দেখেছি বলে পাত্তাই দিতাম না।
নিজের কাজ আর পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতাম।
পাখি তার আসা, বসা, উড়াল দেওয়া, শিস দেওয়া
নিয়মিত করে যেত।
আমিও ওসবে ভ্রুক্ষেপ না করে আমার
পড়া ও কাজ চালিয়ে যেতাম।
একদিন আমার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।
হঠাৎ খেয়াল হলো পাখিটি নেই জানালায়,
বসা নেই, উড়ালে নেই, শিসে নেই, কোথাও নেই।
আমার কেমন যেন শূন্য লাগে, বুকে হাহাকার করে।
মনে হয় আমি নিশি রাতে অন্ধকার কবরস্থানে
একা বসে আছি।
সূর্য নয়, চাঁদ নয়, পৃথিবী নয়, আমিও নয়,
আমার সমস্ত জুড়ে কেবল পাখিটি বসে আছে।

প্রিয় তুমি

প্রিয় তুমি বারে বারে কাছে এসো না।
পায়রার মতো ঘেঁষাঘেঁষি ভাল্লাগে না,
বিরক্তি আর উদ্ভট লাগে
তোমারে খুব হালকা লাগে
ব্যক্তিত্বহীন, মদনা লাগে
টম অ্যান্ড জেরি লাগালাগির শত খেলায়
পিঠাপিঠি ভাই-বোন আমেজ পানসে লাগে।
টিয়া ময়না তোতা পাখি ডাকাডাকি
মেকি ঢং, ভুজং-ভাজং ভাঁড় লাগে
আদর সোহাগ, বাণী আর অর্চনাতে
অভিনয় সব বাড়াবাড়ির জেটি লাগে।

প্রিয় তুমি অনেক দূরে হারাইয়ো না, তখন
হাজার ভিড়েও চারপাশটা ফাঁকা লাগে
প্রাসাদসম ঘরে থেকেও বদ্ধ লাগে
কী যেন চাপা চাপে দম বন্ধ হয়,
কী নেই যেন অজানা এক প্রেশার লাগে।
প্রিয় তুমি দূরে গিয়ে মজিও না
বিরহে মন এঁটেল মাটির ফাটা ফাটে
একাকিত্বের অগ্নি দহন নিরাগ চলে
অন্য কোথাও ডুবছো নাকি এই ভাবনাতে
হৃদয়মাঝে তুষের অনল ধোঁয়া তুলে।

প্রিয় তুমি দুটোই করো। কাছেও থেকো, দূরেও যেয়ো।
প্রেমের সকল রংধনুতে হাঁটতে দিয়ো।
বেনীআসহকলা'র সকল কলায় মজবার দিয়ো।

রাজাকার

প্রিয় তুমি পাকা বরই বৃক্ষ।
ফল টসটসে ডাল টইটম্বুর হেলে।
দিনে মালিকে ঝাঁকায়, আর রাতে চোরে
আর ফাঁকে ফাঁকে
দুষ্টু পোলাপানও ঢিল ছুড়ে বা বৃক্ষে বসে বরই পাড়ে।
কেউ বৈধ, কেউ বা অবৈধ, কেউ জোরে, কেউ বা কৌশলে
কেউ পরিস্থিতির মওকা বোঝে
কেউ ট্রাম্প সেজে, কেউ সালমান সেজে
কেউ মোদি সেজে, কেউ মদিরা খেয়ে
তোমারে ছিনায়।
এভাবে তোমার অনন্ত যৌবন যার যার মতো
ভাগজোক করে খায়।
রাজাকাররা কালে কালে কত জন্মায়!

২৭ মার্চ, ২০২১

সংসার করি

কেউ যুদ্ধ করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ ধর্ম করে
আর আমরা করি সংসার। পাশাপাশি শুয়ে থাকি খাটে।
পাশ ফিরে শুয়ে থাকি বিপরীত দিকে। আমরা একে অপরের
দিকে তাকাই না। মন মোদের অনবরত কথা বলে।
একে অপরের যত দোষ সব খুঁজে বেড়াই।
গুণগুলো আমাদের চোখে পড়ে না।
কী কী পেয়েছি তা দেখি না, কী কী পাইনি তার লিস্ট ক্রমাগত
বড়ো হতে থাকে। অভিযোগ আর অপ্রাপ্তির লম্বা লিস্ট মাথায়
নিয়ে মনন ফুঁসতে থাকে, ফুঁসতে ফুঁসতে আমরা দুজন দুটো
পারমাণবিক বোমা হয়ে যাই। সময়ের সুইচে আমাদের
বিস্ফোরণ ঘটে। আমরা দুজন দুজনকে এবং দুজনের আশেপাশের
দশ দেশকে ধ্বংস করে দিই। বিস্ফোরণের ধাক্কায় আমরা
দুদিকে ধাবিত হতে থাকি। সাগর-নদী-পাহাড় ডিঙিয়ে,
গ্রাম-শহর-নগর-দেশ পেরিয়ে আমরা দিগ্বিদিক ছুটতে থাকি।
ঘূর্ণায়নই যে গ্যালাক্সির ধর্ম সেই ধর্মে আমরা
দীক্ষিত হতে হতে ঘুরতে থাকি। ঘুরতে থাকা আমাদেরকে
মিলন নামক ফেরেশতা মিলিয়ে দেয়।
আমরা আকর্ষণ বোধ করি,
চুম্বকের চেয়েও বেশি, আবারও লেপ্টে যাই,
পুনরায় সংসারে নামি।
সংগম করি, একসাথে থাকি, পাশাপাশি হাঁটি, এক খাটে ঘুমাই।
এভাবেই পুনরায় সংসার করি, পৃথিবীকে বেহেশত বানাই।
পৃথিবীকে দোজখ বানাই, পৃথিবীকে সংসার বানাই।
আমরা সংসার করি।
করাকরি আমাদের খুব ভালো লাগে।
আমরা সংসার করি। সংসারে করি, সংসাররে করি।